জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সোনালির আবেদন

দ্রুত দেশে ফেরান। কেন্দ্রকে আবেদন জানিয়ে বাংলাদেশ থেকে সোনালি বিবি ধন্যবাদ জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেককে। ওঁদের জন্যই মুক্তি পেয়েছি। বললেন, খুশি হব যদি গর্ভস্থ সন্তান বাংলাতেই জন্ম নেয়

জাঁকিয়ে শীত

ডিসেম্বরের শুরু থেকেই শীত ঢুকবে বঙ্গে। ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রুকুটি কেটে যেতেই শীতের পথে কোনও বাধা নেই। আগামী চারদিনে তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি কমবে। সপ্তাহান্তে কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি হবে

আগে রোহিঙ্গাদের আইনি মর্যাদা নির্ধারণ করতে হবে: সুপ্রিম কোর্ট

ভুল তথ্য দেওয়ায় ৩০১ জনের চাকরি বাতিল করল এসএসসি

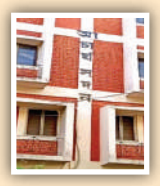

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮৮ ● ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 188 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 3 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

২০ লক্ষ কোটির অর্থনীতি ● শিল্পে জোয়ার ● তৈরি রেকর্ড রাস্তা

১৫ বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থান বাংলাই এখন দেশের মডেল

প্রতিবেদন : বাংলা এখন গোটা দেশের মডেল। মা-মাটি-মানুষের সরকারের সাড়ে ১৪ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রকাশ করে তিনি জানান, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০ লক্ষ কোটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে এই সাড়ে ১৪ বছরে। ২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে রাজ্যে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১১ সালে যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম। তারপর জিএসডিপি অর্থাৎ

ভিতরের পাতায়

- চা-শ্রমিকদের বেতন বেশি বাংলায়
- সব জাতিকেই সম্মান, সর্বধর্ম উন্নয়ন
- ডিসেম্বরে দুর্গাঙ্গনের শিলান্যাস
- সার-এ মৃত ও অসুস্থদের পাশে রাজ্য
- ভাল কাজে মিলবে পুরস্কার
- বিকৃত অপপ্রচারে কড়া ব্যবস্থা
- গঙ্গাসাগর সেতুর শিলান্যাস দ্রুত
- বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর উন্নয়নের পাঁচালি গাইলেন ইমন

অর্থনৈতিক সাফল্য ৪.৪১ গুণ বেড়ে প্রায় ২০ লক্ষ ৩১ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এত সুদ শোধ করেও আমাদের ট্যাক্স রেভিনিউ বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। আমাদের ট্যাক্স রেভিনিউ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৫.৩৩ গুণ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৩-'২৩ সালের মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রসীমার উপরে নিয়ে এসেছি আমরা। ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমিয়েছি। ৬টি অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হচ্ছে। এর ফলে আরও এক লক্ষ কর্মসংস্থান (এরপর ১০ পাতায়)

নবান্ন সভাঘর। উন্নয়নের পাঁচালি। বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের তথ্য তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শেষ মুহূর্তে টাকা দিয়ে ফেরতের গল্প জানা আছে

প্রতিবেদন : আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও একশো দিনের কাজের টাকা এখনও আটকে রেখেছে কেন্দ্র। গ্রামীণ সড়ক এবং আবাস যোজনার অর্থ এখনও মেলেনি। এর পিছনে বিজেপি সরকারের অন্য এক কৌশল কাজ করছে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এদিন স্পষ্টই ইঙ্গিত করলেন, ভোটের মুখে টাকা আটকে রেখে 'নতুন খেলা' খেলতে চাইতে পারে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কথা

কথা বোলো না,
কথা হবে না।
কথা অজানা
কথা মানে না।

কথা খায় না
কথা দেখে না
কথা শোনে না
ধার ধারে না।

কথা ব্যথা
কুকথা ভোঁতা
কথা ভাঁওতা
কথা ব্যর্থতা।।

কথা কথা
কথার সার্থকতা
কথার বারতা
কথা দক্ষতা।।
কথা সুফলা
কথা সত্যতা
কথা মান্যতা
কথা মানে কথার সত্যতা।

শিল্পে জোয়ার, এমএসএমই-তে প্রথম

প্রতিবেদন : বিধানসভা নির্বাচনের পরে বসবে আগামী বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর। তার আগে চলতি বছর ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার। নবান্নে এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চ থেকে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ১৭ ডিসেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্মেলন আয়োজন করা হবে। তার পরের দিন আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বড় শিল্পের কনক্লেভ আয়োজন করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্যে একের পর এক নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ প্রকল্প এগিয়ে চলেছে। তিনি জানান, বর্তমানে ছ'টি অর্থনৈতিক করিডর তৈরির কাজ চলছে। এর ফলে আগামী দিনে অন্তত আরও এক লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশাবাদী তিনি। পাশাপাশি দেউচা-পাঁচামি প্রকল্পেও এক লক্ষ (এরপর ১০ পাতায়)

এসআইআর আলোচনায় বাধ্য হল কেন্দ্র

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে সংসদে আলোচনার ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবিরের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হল সরকারপক্ষ। আগামী মঙ্গলবার লোকসভায় এসআইআর ইস্যুতে আলোচনা করা হবে। ১০ ঘণ্টা ধরে করা হবে এই আলোচনা। মঙ্গলবার তৃণমূল-সহ গোটা বিরোধী শিবিরের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সার নিয়ে আলোচনায় রাজি হয়েছে মোদি সরকার। (এরপর ১০ পাতায়)

আজ গাজোলে জনবিস্ফোরণ ১২-তে ১২-র চ্যালেঞ্জ নেতৃত্বের

মণীশ কীর্তনিয়া ● মালদহ

বহরমপুরে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ মালদায় জনসভা জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দুপুর ১২টায় গাজোলের জনসভায় জনবিস্ফোরণ দেখবে মালদহ-সহ গোটা বাংলা। অনেকদিন পর মালদহে আসছেন নেত্রী। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও মুখিয়ে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শোনার জন্য। বর্তমানে এসআইআর পরিস্থিতিতে আতঙ্কে রয়েছেন রাজ্যবাসী। ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে (বিএলও-সহ)। বিজেপি-কমিশনের যৌথ চক্রান্তে (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 December, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৮৩ নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬) এদিন খড়্গপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারত শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ। ছোটবেলায় কুমোরদের মূর্তি গড়া দেখতেন। পিসতুতো ভাই অতুল মিত্রের পরামর্শে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে গণেশের ছবি এঁকে দেখান। চমৎকার ছবি— অবনীন্দ্রনাথ অস্ফুটে বলে উঠলেন, শাবাশ। সেই থেকে ছেলেটি নাড়া বাঁধল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। আর্ট কলেজের পর তাঁর বাড়িতেই তিন বছর শিল্পচর্চা। ১৯২০ থেকে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে লখনউ, ফৈজপুর, হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে ভারত শিল্পের প্রদর্শনী করেন। দেশ স্বাধীন হলে ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করে। নিবেদিতা তাঁর শিল্পকর্মে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই

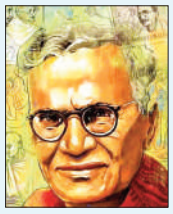

নিবেদিতার বোস পাড়া লেনের বাড়িতে প্রথম গিয়েছেন নন্দলাল। সঙ্গে অসিত হালদার। ছোট্ট দোতলা বাড়ি। আরও ছোট এক ঘর। মেঝেতে কার্পেট পাতা। তার ওপর সোফা। বসতে বলা হলে, নন্দলাল-রা সোফায় গিয়ে বসলেন। তা দেখে নিবেদিতা তাঁদের আসন করে বসতে বললেন। নীরবে দুজন সোফা থেকে নেমে মেঝেতে বসলেন। নন্দলালদের মনে অভিমানের ফুলকি। নিবেদিতা বুঝতে পারলেন, কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। বললেন, বুদ্ধের দেশের লোক হয়ে তাঁদের সোফায় বসতে দেখে তাঁর ভাল লাগেনি। মাটিতে আসন করে বসাতে তাঁদের যেন ঠিক বুদ্ধের মতো লাগছে। দেখাচ্ছেও বেশ। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থেকে, কী দেখেছিলেন কে জানে! খুশিতে উচ্ছল হয়ে সঙ্গী ক্রিস্টিনাকে ডেকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮৮৯ ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) এদিন মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে বাবা-মাকে হারান। বড় বোনের কাছে প্রতিপালিত হন। মেদিনীপুর মারাঠা কেল্লায় একটি প্রদর্শনীতে বিপ্লবী পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলির সময় পুলিশ গ্রেফতার করতে এলে পুলিশকে পিটিয়ে পালিয়ে যান। পরে ধরা পড়লেও বয়স অল্প বলে মামলা তুলে নেওয়া হয়। ১৯০৬-এ কাঁসাই নদীর বন্যার সময় রণপার সাহায্যে ত্রাণ বণ্টন করেন। অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারতে প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে নিয়ে মজঃফরপুরে যান। তাঁদের ছোঁড়া বোমায় ভুলক্রমে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা নিহত হন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

১৯৫৬ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) এদিন প্রয়াত হন। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম প্রবোধকুমার। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় প্রথম গল্প 'অতসী মামী' প্রকাশিত হয়। তাঁর কলম থেকে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'জননী' ইত্যাদি।

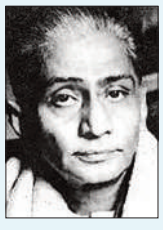

১৯৮২ বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) এদিন প্রয়াত হন। প্রখ্যাত কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস', 'চোরাবালি' ইত্যাদি। সাধারণ কাব্যপাঠকের কাছে তাঁর কবিতা কখনও-কখনও দুর্বোধ্যতার নজির গড়েছে। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত এই কবির আত্মজীবনী 'ছড়ানো এই বই জীবন'।

১৮৮৪ ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ (১৮৮৪-১৯৬৩) এদিন বিহারের সিওয়ান জেলার জিরাদেইতে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি। চম্পারণের কৃষক আন্দোলনের সময় থেকে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গী। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইন পেশা ছেড়ে পুরোপুরি রাজনীতিতে যোগ দেন।

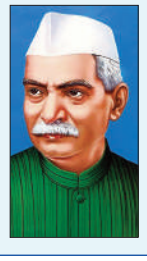

২০১১ দেব আনন্দ (১৯২৩-২০১১) এদিন সুরলোকে চলে গেলেন। এভারগ্রিন এই চিত্রতারকার পুরো নাম ধরম দেবদত্ত পিশোরিমাল আনন্দ। অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে আছে 'জিদ্দি', 'বাজি', 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'সিআইডি', 'কালাপানি', 'কালাবাজার', 'গাইড', 'জুয়েল থিফ', 'গ্যাম্বলার', 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ', 'হীরা পান্না' ইত্যাদি।

১৯২২ শ্যামল গুপ্ত (১৯২২-২০১০) এদিন জন্ম নেন। বিংশ শতকের শেষার্ধের আধুনিক বাংলা রোম্যান্টিক গানের কিংবদন্তি গীতিকার, সুরকার ও সংগীত শিল্পী। বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে সত্তর দশক অবধি বাংলা গানের জনপ্রিয় গীতিকার হিসেবে যাঁরা খ্যাতির মধ্যগগনে ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী।

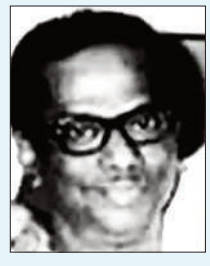

কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের শেওড়াফুলি সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতন স্কুলের গার্লস বিভাগের ছাত্রীদের হাতে সবুজ সাথীর সাইকেল তুলে দিলেন বিধায়ক অরিন্দম গুঁই ও পুরপ্রধান পারিষদ সুবীর ঘোষ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৭৩

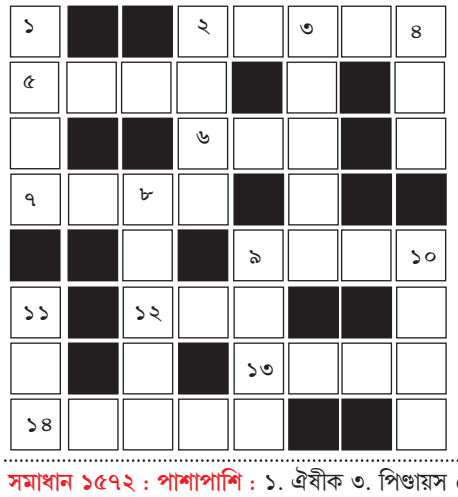

পাশাপাশি : ২. অতি ভয়ানক ৫. করুণানিধান ৬. বালুকা, বালি ৭. মর্ত্যধাম, পৃথিবী ৯. পান্না ১২. ঢিলে করে বাঁধা খোপা ১৩. সিঁধেল চোর ১৪. আকাশপট।

উপর-নিচ : ১. প্রথম প্রকাশ ২. নীরস ৩. গান্ধিজি পরিকল্পিত নতুন ধরনের প্রারম্ভিক শিক্ষা ৪. হাতি ৮. জনসাধারণের অবগতি ৯. গণশক্তি ১০. দাঁত শিরশির করা ১১. অভিনয়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৭২ : পাশাপাশি : ১. ঐষীক ৩. পিণ্ডায়স ৫. রক্তচলাচল ৭. তবল ৮. নরেশ ১০. মালাইবরফ ১২. তাম্বূলিক ১৩. রণৎ।
উপর-নিচ : ১. ঐরাবত ২. কবিরলড়াই ৩. পিরিচ ৪. সচ্ছল ৬. লালনফকির ৯. শশভৃৎ ১০. মান্যতা ১১. বন্ধক।

২ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯১০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৬১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৪৭	৮৮.৬৫
ইউরো	১০৫.৪৮	১০৩.৩০
পাউন্ড	১১৯.৮৪	১১৭.৫৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সঞ্জয় কাপুর

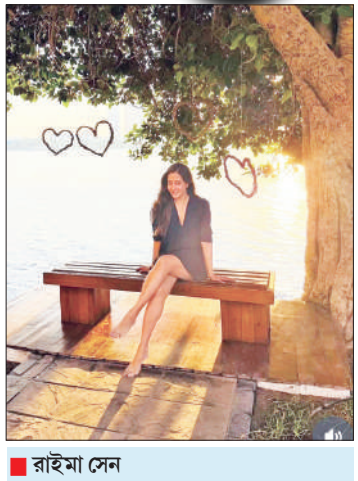

■ রাইমা সেন

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

3 December 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

নবান্নে ১৫ বছরের ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

ওরা মুরগির খাবারের দাম বাড়াচ্ছে কেন?

ডিমের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে পাল্টা কেন্দ্রকে একহাত মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ফি-বছর মুরগির খাবারের দাম গড়ে প্রায় ১২ শতাংশ বাড়িয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র। যার ফলে জোগানে ঘাটতি না থাকলেও ডিমের দাম বেড়েই চলেছে। মঙ্গলবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে থেকে এই নিয়ে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ বক্তব্য, এই নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বাংলার ডিম-সরবরাহ ও কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকার যে নিরন্তর উদ্যোগ নিচ্ছে, তা আড়াল করতেই এই সমালোচনা!

ডিমের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ডিম নিয়ে অনেকে বড় বড় কথা বলছেন। মনে রাখবেন, আমরা ১২টি রাজ্যে ডিম পাঠাই। আর ডিমের দাম কেন বেড়েছে, সেটা নিয়ে যাঁরা কথা বলছেন, তাঁদের বলব, নিজেদের নেতাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করুন প্রতিবছর মুরগির খাবারের দাম ১২ শতাংশ করে কেন বাড়াচ্ছে কেন্দ্র? আমরা ভুট্টা চাষ করে মুরগিদের খাবার জোগান দেওয়ার চেষ্টা করছি। ইলিশ মাছ, পেঁয়াজ এখন বাংলায় উৎপাদন হচ্ছে। পেঁয়াজের হিমঘর তৈরি হয়েছে।

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী তথ্য-সহ রাজ্যের আর্থিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয়ের পরিমাণ তুলে ধরেন।

খাদ্যসাথী প্রকল্পে রাজ্যের ৯ কোটি মানুষ খাদ্যসামগ্রী পান। শুধু এই প্রকল্পেই সরকারের খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৯ হাজার কোটি টাকা। ‘দুয়ারে রেশন’ প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন সাত কোটি ৪১ লক্ষ মানুষ, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা। আর ‘বিনামূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা’ খাতে খরচ হয়েছে ২ হাজার ৮০০ কোটিরও বেশি। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৯২ লক্ষ।

- ১০ বছরে দারিদ্রসীমার উপরে ১ কোটি ৭২ লক্ষ
- ১৪ বছরে কর আদায় ৫.৩৩ গুণ
- কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ৯.১৬ গুণ
- বেকারত্ব কমেছে ৪০ শতাংশ
- ক্ষুদ্র শিল্পে কর্মসংস্থান ১ কোটি ৩০ লক্ষ
- বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে ২ হাজারের বেশি কোম্পানি
- ২ কোটির বেশি কর্মসংস্থান
- দুর্গাপুজো-মেলা থেকে ১ লক্ষ কোটির ব্যবসা
- কর্মশ্রী প্রকল্পে ৭৫ দিনের বেশি কাজের সুযোগ
- ৩১ লক্ষ পরিযায়ীকে ৫০০০ টাকা
- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ২ কোটি ২১ হাজারকে
- ব্যয় ১২ হাজার কোটির বেশি
- রূপশ্রী প্রকল্পে ব্যয় ৫৫৫৮ কোটি
- কন্যাশ্রীর সুবিধাভোগী ১ কোটির বেশি
- দুয়ারে রেশন ৭ কোটি ৪১ লক্ষকে
- স্বাস্থ্যসাথী ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবারকে
- পরিকাঠামো উন্নয়নে খরচ ৭০ হাজার কোটি
- ‘বাংলার বাড়ি’ তৈরির টার্গেট ১ কোটি
- গঙ্গাসাগর সেতু তৈরিতে খরচ ১ হাজার ৭০০ কোটি
- কর্মতীর্থ ৫১৪টি, ২৩ জেলায় শপিং মল
- দোকান ও রেস্তোরাঁ কর্মীদের জন্য সামাজিক প্রকল্প

এসআইআর-এ মৃত ও অসুস্থদের পাশে রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্যে ‘এসআইআর-আতঙ্কে’ মৃত এবং অসুস্থ-হয়ে-পড়া ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে তিনি জানান, এসআইআর-প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ৩৯ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে হৃদরোগ বা ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এসআইআর-আতঙ্কে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবার দু’লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবে।

সরকারি হিসাবে, বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৩ জন। এঁদের মধ্যেই রয়েছেন ‘কাজের চাপে’ অসুস্থ হয়ে পড়া তিনজন বুথস্তরের আধিকারিক (বিএলও)। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ১৩ জন প্রত্যেককেই এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এসআইআর-এর জন্য অতিরিক্ত চাপের অভিযোগে রাজ্যে ইতিমধ্যেই চারজন বিএলও-র মৃত্যুর কথা উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দু’জনের পরিবারকে ইতিমধ্যেই দু’লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রের দাবি, ৩৯ জন মৃতের মধ্যে প্রায় অর্ধেক আত্মহত্যা করেছেন। বাকিরা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বা ব্রেন স্ট্রোকে মারা গিয়েছেন। এসআইআর ঘিরে ক্রমবর্ধমান চাপ-যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুতে সরকার আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চা-শ্রমিকদের সবথেকে বেশি বেতন এই বাংলায়: মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : চা-বাগানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকারের অবদান অপরিসীম। মঙ্গলবার নবান্নের বৈঠক থেকে ফের একবার চা-বাগান নিয়ে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২৫টি চা-বাগান খুলেছি। এর ফলে ২৩ হাজারের বেশি শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন। এর আগে ৬০টি চা-বাগান খুলেছি।

চা-শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। যা নজিরবিহীন। উল্লেখ্য, দেশে এটাই সবচেয়ে বেশি বেতন। এছাড়াও চা-শ্রমিকদের বিনামূল্য রেশন, কম্বল, ছাতা, অ্যাপ্রন, জুতো, রেনকোট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা— সমস্ত প্রদান করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান পাট্টা দেওয়া হচ্ছে চা-শ্রমিকদের। চা-সুন্দরী প্রকল্পের জন্য ২৮ হাজার ৫০০ পরিবার উপকৃত হয়েছে। টি-ট্যুরিজমের জন্য প্রত্যেক চা-বাগানে ১৫ পার্সেন্ট জমি দেওয়া হয়েছে।

ডিসেম্বরের শুভদিনে দুর্গাঙ্গনের শিলান্যাস

প্রতিবেদন : নিউ টাউনের বহু প্রতীক্ষিত দুর্গাঙ্গনের নির্মাণ এবার পূর্ণ গতিতে শুরু হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, দুর্গাঙ্গন নির্মাণের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শেষ। এরপর ডিসেম্বরেই শুরু হয়ে যাবে পূর্ণাঙ্গ নির্মাণপর্ব। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি হতে চলা এই আধুনিক দুর্গাঙ্গনের দায়িত্বে রয়েছে হিডকো। মন্ত্রী ও হিডকোর চেয়ারম্যান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সময় দেখে ডিসেম্বর মাসের কোনও এক শুভদিনে হবে ভিতপুজো। সেদিন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে মন্দির নির্মাণের মূল কাজ। নিউ টাউনে সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় পরিকাঠামোকে সমৃদ্ধ করতে এই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত গতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 December, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সময় শুরু

সংসদটা বিজেপি ভেবেছিল তাদের পৈতৃক সম্পত্তি। ওখানে ওরা নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাও একা নয়, জোটের বন্ধু-বান্ধবদের জুটিয়ে তবে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সংখ্যা দিয়ে যে সংসদ চালানো যায় না, এটা যদি বুঝতেন মোদি-শাহরা! সংসদ শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মাথায় বিরোধীদের প্রবল চাপে পড়ে আইন ও বিচারমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানাতে বাধ্য হলেন, এসআইআর আলোচনা হবে সংসদে। এখানেই গণতন্ত্রের জয়। সংসদ অচল হয়ে যেত রোজ, যদি না এনিয়ে আলোচনা হত। কিন্তু রাজনীতি এখানেই থেমে থাকবে না। কারণ, বিরোধী বা তৃণমূল কংগ্রেসের আলোচনার সময় কমিয়ে দেবে, হইচই করবে। চলবে নানা অসভ্যতা। তবু আওয়াজ পৌঁছে যাবে তৃণমূল সাংসদদের যুক্তিতে। সরকারকে জবাব দিতে হবে ৫ প্রশ্নের, ১. এসআইআর প্রক্রিয়া কি অনুপ্রবেশ রুখতে? ২. যদি তাই হয় তাহলে বেছে বেছে কেন বাঙালিদের টার্গেট করা হচ্ছে? ৩. কেন মিজোরাম বা ত্রিপুরার মতো রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? ৪. অবৈধ ভোটার বাছতে এসআইআর হলে তাদের ভোটে নির্বাচিত মোদি সরকারের বৈধতা কী? ৫. এসআইআর-আতঙ্কে মৃত এবং কাজের চাপে মৃতদের দায়িত্ব কেন নেবে না কমিশন? কী ব্যবস্থা হবে? দেশ এদের চক্রান্তের পরিধিটা দেখুক, শুনুক, বুঝুক। ভোটে জিততে বিজেপি এখন ভোটার বাছাইয়ে নেমেছে। স্বৈরতান্ত্রিক দলটার কঙ্কালসার চেহারা প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। এবার ইভিএমে বদলা নেওয়ার সময় শুরু। এসআইআর-ই হবে বিজেপি সরকারের 'ওয়াটারলু'। মানুষ সমঝে দিতে রাজ্যে রাজ্যে তৈরি হচ্ছেন, বাংলা দিয়ে শুরু হবে।

e-mail থেকে চিঠি

কুৎসা ছাড়ুন, এগিয়ে বাংলা

মিথ্যার বেসাতি চলছে অনর্গল। কিন্তু রামরেডরা বুঝুক, ওসব করে ঠেকানো যাবে না বাংলাকে, থামানো যাবে না জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাজ্যে দু'কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সারা দেশে বেকারত্বর হার আমরা ৪০ শতাংশ কমিয়েছি। রাজ্যে ছ'টি অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হচ্ছে। এখানে আরও এক লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। দেউচা-পাঁচামিতেও এক লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে রাজ্যে এক কোটি ৩০ লক্ষের বেশি মানুষ কাজ করছেন। ৪২ লক্ষ ছেলেমেয়েকে স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল, ১০ বছরে এক কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে আনা হয়েছে আমাদের রাজ্যে। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছিল, তখনকার তুলনায় অর্থনৈতিক সাফল্য (জিএসডিপি) বেড়ে এখন প্রায় ২০ লক্ষ ৩১ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই সরকার ১২ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেছে যা গোটা ভারতের মধ্যে মডেল। সবুশ্রী প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৪৪ কোটি টাকা। আনন্দধারা প্রকল্পে খরচের পরিমাণ এক কোটি ২১ লক্ষ। স্বাস্থ্যখাতে আমাদের বাজেট ১৪ বছরে ছ'গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয় দু'কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবারকে। খরচ ১৩ হাজার ১৫৬ কোটি টাকা। শিশুসাথী প্রকল্পের অধীনে বিনা পয়সায় ৬৪ হাজার শিশুর হার্ট অপারেশন হয়েছে। কত জন কোন কোন ভাতা পাচ্ছেন, জেনে নেওয়া যাক। বিধবা ভাতা পাচ্ছেন ২০ লক্ষ ৫৭ হাজার, বার্ধক্য ভাতার প্রাপক ৫৫ লক্ষ ৬১ হাজার, মানবিক ভাতা পান সাত লক্ষ ৫৯ হাজার, জয় জোহার প্রকল্পে উপকৃত দু'লক্ষ ৯৮ হাজার, তফসিলি বন্ধু পান ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার জন, সমব্যথী প্রকল্পে উপকৃত ২৮ লক্ষ মানুষ। লাল-গেরুয়া দল, ভেবে দেখুন, আপনারা যখন এই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন কিংবা এখন যেখানে শাসন করছেন, তখন এত মানুষের উপকার করতে পারছেন তো!

— **শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

প্রতিকূলতার পাহাড় পেরিয়ে

উন্নয়নের শিখরে পশ্চিমবঙ্গ

কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ। তাও বাম আমলের মতো পিছিয়ে যাওয়ার প্যানপ্যানানি শোনা যাচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। বরং, দাপটের সঙ্গে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, 'এগিয়ে বাংলা'। সেই কথাটাই তুলে ধরলেন দেবলীনা মুখোপাধ্যায়

বাম আমলে বেলাগাম নিয়োগের অভিযোগ। আর তারই মাশুল গুনতে হচ্ছে জলপাইগুড়ি পুরসভার বর্তমান বোর্ডকে। আসলে, বাম আমলে অস্থায়ী কর্মী থেকে যাঁদের স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁদের বেশিরভাগেরই নথি মিলছে না। ফলে ওইসব কর্মীদের মধ্যে যাঁরা অবসরগ্রহণ করছেন কিংবা করতে চলেছেন, তাঁদের নথিপত্র রাজ্য সরকারকে জমা দিতে পারছে না জলপাইগুড়ি পুরসভা। এদিকে, নথি না মেলায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ওইসব কর্মীদের পেনশন। জলপাইগুড়ি পুরসভায় অবসরপ্রাপ্ত বহু কর্মী রয়েছেন, যাঁদের নিয়োগের নথিপত্র রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের ডাইরেক্টরেটে এখনও জমা দিতে পারেনি পুর কর্তৃপক্ষ। ফলে তাঁদের পুরো পেনশন চালু হয়নি। বাধ্য হয়ে নিজেদের ভাঁড়ার থেকে ওইসব অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে প্রভিশনাল পেনশন দিতে হচ্ছে পুরসভাকে। কার্যত হিসাবের বাইরে থাকা এই খরচের বহর গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরসভার কাছে। কারণ, এই খাতে প্রতিমাসে পুরসভার কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে ওই অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও নিত্যদিন পুরসভায় এসে তাঁদের সম্পূর্ণ পেনশনের দাবি জানাচ্ছেন। সবমিলিয়ে সমস্যা মেটাতে নাজেহাল পুর কর্তৃপক্ষ।

কেবল পূর্বতন বাম সরকার নয়, বর্তমানের বিজেপি সরকারও বাংলাকে নিয়ে ছেলেখেলা করার ধান্দায় আছে। কেন্দ্র হাঁস-মুরগির খাবারের দাম বাড়ানোর জন্যই ডিমের দাম বাড়ছে। অথচ ডিমের দাম বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যের বিরোধীরা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রই খাবারের দাম বাড়াচ্ছে।

প্রতিপদে এরকম অজস্র সমস্যায় আক্রান্ত, সর্বভারতীয় উন্নয়নের মানচিত্রে পিছিয়ে পড়া পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্পণ করেছিলেন রাজ্যবাসী ২০১১-তে। আজও সব সমস্যা মেটেনি। কিন্তু বাংলা এগিয়েছে। পরিকল্পনার সৌকর্যে। ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের সৌজন্যে। নানা দিক থেকে উন্নয়নের অশ্বের সওয়ার এখন এই রাজ্য। লাগাম যে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে!

ফলত, এগিয়ে বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ এখন হিস্মৎ হ্রেষা হেঁকে এগিয়ে চলেছে।

অবিশ্বাস্য এই অগ্রগমন।

উন্নয়নের পাঁচালি প্রকাশ করে সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই তথ্য পরিসংখ্যানের সঙ্গে প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখে ঘরে ঘরে এখন অনিবার্য

উচ্চারণ, 'জয় বাংলা'।

৩৫ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকেই রাজ্যে একাধিক মানবিক ও জনদরদি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ঘাসফুল শিবির। রাজ্যে এসেছে উন্নয়নের জোয়ার।

স্বাস্থ্যসাথী থেকে ঐক্যশ্রী, শিশুসাথী থেকে কর্মশ্রী— সবকিছুরই পরিসংখ্যান রয়েছে এই 'উন্নয়নের পাঁচালিতে।' অথচ কেন্দ্রের অসহযোগিতা বাংলার নিত্যসঙ্গী। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা বাংলাকে রোজ আটকাতে চাইছে।

গল্পটা খুব চেনা এবং আদৌ জটিল নয়। বরং ভারী সরল। কেন্দ্রের কাছে আমাদের বকেয়া ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা। কবে ছাড়বেন, কেউ জানি না। সম্ভবত টাকাটা ছাড়া হবে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে। ২০২৬-এর মার্চে। কারণ একটাই। যাতে টাকাটা ছেড়ে দেওয়ার পর বলা যায়, মা মাটি মানুষের সরকার খরচ করতে পারল না। ব্যাস! ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাবে ওরা। বাংলা বঞ্চনার শিকার হবে। দোষ দেওয়া হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের ওপর।

কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন! কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলায় উন্নয়নের কাজ কিন্তু থমকে নেই।

২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার উপরে নিয়ে এসেছে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার। ১৪ বছরে ২ কোটির বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। শুধু মাত্র ক্ষুদ্র শিল্পে ১ কোটি ৩০ লক্ষের বেশি মানুষ কাজ করেন।

মহিলাদের হাতে নগদ দেওয়ার প্রকল্পের নাম কেন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' দেওয়া হল, তা নিয়ে ২০২১ সালে ভোটের পরে বিরোধীদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি 'লক্ষ্মী'কে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চান। দেখা গিয়েছে, যত দিন গিয়েছে, এই প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু মহিলাও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর সুবিধাভোগী। অর্থাৎ, ঘরের লক্ষ্মীর হাতে নগদ অর্থ তুলে দিয়ে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি আর তারই সুতো ধরে জোগান ও উৎপাদন বৃদ্ধি, সব মিলিয়ে কোভিড-উত্তর বঙ্গ অর্থনীতির ভিত ভাঙতে না দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা। সময় বলছে, সেই চেষ্টা ইতিবাচক ফলদায়ী হয়েছে। তার প্রমাণ, রাজ্যের কর এবং রাজস্ব আদায় বেড়েছে ৫.৩৩ গুণ। এ ছাড়াও মূলধনি ব্যয় বেড়েছে ১৭.৬৭ শতাংশ। সামাজিক ক্ষেত্রে ১৪.৬৪ শতাংশেরও বেশি। কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ ৯.১৬ গুণ।

গেরুয়া পক্ষের ফাঁপা বুলি আর লাল পার্টির বিভ্রান্তি সঞ্চারী প্রচার উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য-উপাত্তের উপস্থাপনা।

সরকারকে বুথস্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পুজোর আগে থেকে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি শুরু করেছিল নবান্ন। সেই কর্মসূচির মূল ভাবনা ছিল, সাধারণ মানুষ নিজের পাড়ায় দাঁড়িয়ে একেবারে বুথস্তরের সমস্যার কথা বলবেন। তার পর সেই সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার ভূমিকা গ্রহণ করবে। যার জন্য বুথপিছু ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। রাস্তা, আলো, পানীয় জল, ছোট সেতুর মতো ছোট-ছোট সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যেই অর্থ দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। মাস দুয়েকের মধ্যে তার বাস্তবায়ন চাইছেন জননেত্রী। গঠিত হয়েছে ১০ পর্যবেক্ষকের বাহিনী। বলে দেওয়া হয়েছে, যে-যে জেলা আবাস, রাস্তা, পানীয় জল সংযোগের কাজ দ্রুত ভালভাবে করতে পারবে, তাদের রাজ্য সরকারের তরফে পুরস্কৃত করা হবে। রাজ্যের একাধিক এলাকায় চালু হতে চলেছে 'মে আই হেল্প ইউ বুথ'।

সব মিলিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য একটাই। মানুষকে সেবা করা। ঘরে ঘরে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। রাজ্যবাসীর কল্যাণই তাঁর রাজনীতির পাখির চোখ।

আর নির্লজ্জ বিজেপি সেখানে বিভাজন সৃষ্টির, আতঙ্ক সঞ্চারের, মিথ্যা ছড়ানোর নোংরা রাজনীতি করতে ব্যস্ত।

ওদের যে ন্যূনতম লজ্জাটুকুও নেই!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নবান্নে ১৫ বছরের ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

সব জাতিকেই সম্মান, সর্বধর্ম উন্নয়নই তাই লক্ষ্য আমাদের

প্রতিবেদন : বাংলা সর্বধর্ম সমন্বয়ের রাজ্য। তাই এখানে মন্দিরের পাশাপাশি মসজিদেরও যেমন উন্নয়ন হয় তেমন শ্মশানের পাশাপাশি উন্নয়ন হয় কবরস্থানেরও। গত ১৪ বছরে তাঁর সরকার কী কী উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের কাজ করেছে, মঙ্গলবার নবান্নে তার খতিয়ান পেশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠক থেকেই তিনি জানান, ডিসেম্বর থেকেই শুরু হবে দুর্গাঙ্গন তৈরির কাজ। নিউ টাউনে এই দুর্গা অঙ্গন নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন পর্ষদ (হিডকো)।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিখ, হিন্দু সব জাতিকে আমরা সম্মান করি তাই সবার উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করেছি। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী খতিয়ান তুলে ধরে বলেন সারনা, সারি ধর্মের জন্য বিল পাশ হয়ে গিয়েছে বিধানসভায়, কেন্দ্র সরকারকে বলব বিষয়টা দেখে নিতে। আমরা দুর্গাপুজোয় যেমন ছুটি দিই, তেমন ইদেও দিই, ছট পুজোতেও দিই, হোলিতে ছুটি দিই। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, সংখ্যালঘু উন্নয়নে আমরা দেশের সেরা। ৪.৮৫ কোটি সংখ্যালঘু ঐক্যশ্রী পায়। ৯৯০০ কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ করেছি। ইমাম মোয়াজ্জেমরা আমাদের জন্য কাজ করেন, হজযাত্রীদের জন্য আমরা সাহায্য করি। সব ধর্মের তীর্থস্থানে আমরা উন্নয়ন করেছি। কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির যেমন করা হয়েছে তেমন, মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দিরের জন্য জায়গা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক-সহ একাধিক উন্নয়ন করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি, সিস্টার নিবেদিতার দুটো বাড়ি কিনে দেওয়া হয়েছে। মা সারদার বাড়ি উন্নয়ন করা হয়েছে। তারকেশ্বর, তারাপীঠে উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করা হয়েছে। কালীঘাটে স্কাইওয়াক উন্নয়ন করা হয়েছে। কঙ্কালীতলা, ফুল্লোরা মন্দির, কপিলমুনি আশ্রম, কোচবিহারে মদনমোহন মন্দির, শিবযজ্ঞ মন্দিরের মতো উন্নয়ন করা হয়েছে ফুরফুরা শরিফ, গাজি জাফর খান দরগারও। তৈরি করা হয়েছে উন্নয়ন বোর্ড। তারকেশ্বর, বক্রেশ্বর, তারাপীঠের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও লোকনাথ ঠাকুরের কচুয়া, চাকলা ধামের জন্য, অনুকূল ঠাকুরের নামে জমি দেওয়া হয়েছে।

গঙ্গাসাগর সেতুর কাজ শীঘ্রই

মেলা পরিদর্শনে শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : অবশেষে শুরু হতে চলেছে মুড়িগঙ্গা নদীর উপর বহু প্রতীক্ষিত গঙ্গাসাগর সেতুর কাজ। মঙ্গলবার নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এ-কথা ঘোষণা করলেন। তিনি জানিয়েছেন, শীঘ্রই সেতু নির্মাণের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শনে তিনি যখন সাগরে যাবেন, সেখান থেকেই গঙ্গাসাগর সেতুর শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা কথা দিলে কথা রাখি। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কথা বলেছিলাম, কাজ অনেকটা এগিয়েছে। গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য গঙ্গাসাগর সেতু তৈরি করছি। খরচ হবে ১,৭০০ কোটি টাকা। টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে। আমি যখন গঙ্গাসাগরে যাব, তখন এর উদ্বোধন করব। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে বলার পরও গঙ্গাসাগর মেলার পুণ্যার্থীদের জন্য মুড়িগঙ্গার উপর সেতু তৈরি করে দেয়নি কেন্দ্র। বছরের পর বছর গঙ্গাসাগর মেলাকে অবহেলার চোখে দেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। গতবছর গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শনে গিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্রের আশায় আর বসে থাকব না রাজ্য। এবার মুড়িগঙ্গার উপর সেতু তৈরি করবে রাজ্যই! এই সেতু তৈরি হলে মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরদ্বীপে যাতায়াত আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং স্থায়ী হবে। এখন পর্যন্ত ভরসা লঞ্চ-ভেসেল পরিষেবা। আবহাওয়া খারাপ হলে সেই পরিষেবা বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়তে হয় হাজারও পুণ্যার্থীদের। নতুন সেতু তৈরি হলে গঙ্গাসাগর যাতায়াত অনেকটাই সহজ হবে।

বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর

উন্নয়নের পাঁচালি গাইলেন ইমন

প্রতিবেদন : বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর। সেই দেড় দশকের উন্নয়ন পাঁচালির সুরে গেয়ে মঞ্চ মাতালেন সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। মঙ্গলবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড পেশের আগে তাঁর ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইমনের পাঁচালি গাওয়া শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মা-বোনেরা পাঁচালি গাইতেন। পুরনো দিনের সেই গৌরবকে আমরা তুলে এনেছি। বাংলার মনীষীদের ছোঁয়া থাকছে তাতে। ইমন এই গান দারুণ গেয়েছে। প্রশংসার পর মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজাকে। তাঁরা ইমন ও তাঁর টিমকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ছ’টা ভাষায় এই রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করছি। আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে এই রিপোর্ট কার্ড আমরা উদ্বোধন করলাম। মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, বাংলার মানুষ সরকারকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। ১৪ বছর ৬ মাস ধরে কাজ করেছি। এটা আমাদের দায়িত্ব— আমরা কী কাজ করেছি, সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরার।

ব্যঙ্গ করে তথ্য ছড়াবেন না

বিকৃত অপপ্রচারে কড়া ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ নিয়ে সমাজমাধ্যমে অপপ্রচার হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মঙ্গলবার নবান্নে উন্নয়নের খতিয়ান প্রকাশ করে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার মানুষ আমাদের ক্ষমতায় এনেছে। ক্ষমতায় আসার আগে জনগণকে আমরা কী বলেছিলাম, কতটা করতে পারলাম, সেটা মানুষকে জানানো দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সেইমতো সব দফতরের কাজের খতিয়ান তথ্য-সহ প্রকাশ করছি আমরা। ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল অর্থাৎ ১০ বছরে কত মানুষকে রাজ্য সরকার দারিদ্র্যসীমার বাইরে নিয়ে এসেছে— এ প্রসঙ্গে একটি শব্দের ভুলপ্রয়োগ নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, এটা নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করে তথ্য ছড়াবেন না। অফিসিয়ালি মন্তব্য উইথ ড্র করছি। এর পরেও করা হলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ নিয়ে কোনও চালাকি, কানাঘুষো করবেন না। এই বিষয়ে সমাজমাধ্যমে কড়া নজরদারি চালানো হবে। বক্তব্যকে এডিট করে স্যোশাল মিডিয়ায় অপপ্রচার মানা হবে না। মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। এ বিষয়ে সতর্ক করে দেন তিনি।

উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার, ভাল কাজে পুরস্কার

প্রতিবেদন : সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের প্রশাসনিক কাজকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। মঙ্গলবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসকদের সতর্ক করে তিনি জানান, নির্বাচনী দায়িত্বের পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা বজায় রাখা প্রশাসনের প্রথম কর্তব্য। যাঁরা ভাল কাজ করবেন তাঁদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

জেলাশাসক ও সরকারি আধিকারিকদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, আপনারা ইলেকশনের কাজ করছেন করুন। কিন্তু মাথায় রাখবেন, সাধারণ মানুষের কাজগুলোও। পাশাপাশি মন্ত্রীদেরও নির্দেশ দেন, জেলার প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প সঠিকভাবে চলছে কি না তা নিয়মিত খতিয়ে দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মানুষের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প ও পরিষেবা

যাতে কোথাও থমকে না যায়, তা নিশ্চিত করতে দশ জন অবজার্ভারকে জেলা পরিদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি, রূপায়ণের কাজ এবং পরিষেবা সরবরাহ ঠিক আছে কিনা— সবকিছুর ওপর নজর রাখবেন এই পর্যবেক্ষকেরা।

ডানকুনিতে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ। মৃতের নাম নভনীত ঝাঁ (৩৩)। শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য

বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর রাজ্য : শশী

প্রতিবেদন : বুধবার আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস। সেই উপলক্ষে মঙ্গলবারই রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রোটারি সদনে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা জানান, বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার রক্ষাই রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য। বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার রক্ষার্থে অঙ্গীকারবদ্ধ রাজ্য। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন তাপসী মণ্ডল, ডাঃ মঞ্জুর হোসেন, সঙ্ঘামিত্র ঘোষ, তুলিকা দাস, উপালি রায় প্রমুখ।

মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আগে ৩ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল। এখন সেটা বেড়ে ৪ শতাংশ হয়েছে। তাঁদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন কর্মস্থানে তাঁদের নিয়োগ করলে সেই উদ্দেশ্য সফল হবে। তাঁর আরও সংযোজন, সবাই অত্যাধুনিক হিয়ারিং এইডের মতো প্রসথেটিক এইড কেনার সামর্থ্য রাখে না। তাঁদের অধিকার রক্ষার্থে সরকার থেকে নাম নথিভুক্ত করে সেগুলি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের কাছে। বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে সক্ষমদের কাজের সুযোগের জন্য রোজগার মেলা বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে। এদিন নিজেদের কর্মস্থানে শ্রেষ্ঠ বিশেষভাবে সক্ষম কর্মীদের সম্মান জানানো হয়েছে।

■ প্রতিবন্ধকতা দিবস উদযাপন ও রোজগার মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। ছিলেন তাপসী মণ্ডল, ডাঃ মঞ্জুর হোসেন, সঙ্ঘামিত্র ঘোষ, তুলিকা দাস, উপালি রায় প্রমুখ। রোটারি সদনে মঙ্গলবার।

মানসিক চিকিৎসা দরকার!

গদ্দারকে সেবাশ্রয়ে আশ্রয় দেওয়ার অনুরোধ দেবাংশুর

প্রতিবেদন : গদ্দারের চিকিৎসা হবে সেবাশ্রয়ে? জনসাধারণের তরফে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্যের। সোমবার সিইও দফতরের বাইরে বিরোধী দলনেতার হাস্যকর আচরণ দেখে তাঁকে কার্যত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন দেবাংশু। একইসঙ্গে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে গদ্দার অধিকারীর মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা প্রয়োজন বলে দাবি তাঁর।

সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের বাইরে বিএলওদের বিক্ষোভ চলাকালীন সেখানে যান গদ্দার অধিকারী-সহ বিজেপি বিধায়করা। সিইও দফতরে ঢোকার সময় গো-ব্যাক স্লোগান শুনতে হয় গদ্দারকে। তারপর সিইও-র সঙ্গে সাক্ষাতের পর গদ্দাররা বেরতেই বিক্ষোভকারীরা ঘিরে ধরেন বিরোধী দলনেতাকে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁদের সহযোগিতার বদলে উল্টে আরও চাপ প্রয়োগ করতেই বিরোধী দলনেতা সিইও-র সঙ্গে দেখা করেছেন। সেইসময় গদ্দার পাল্টা যে আচরণটি করেন তা পাগলের হাস্যকর কীর্তি বললে ভুল হবে না। আচমকা গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে 'চোর চোর' বলতে থাকেন গদ্দার!

বিরোধী দলনেতার এই আচরণের ভিডিও পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের সুরে দেবাংশু লিখেছেন, সর্বসাধারণের তরফে একটি অনুরোধ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই ব্যক্তিটি আপনার সংসদীয় ক্ষেত্রের বাসিন্দা নন। কিন্তু ওঁর মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা প্রয়োজন। কারণ এক প্রবল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন উনি। এই সমাজের স্বার্থে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন কারণ তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং প্রকাশ্যে যেকোনও মানুষকে কামড়ে দিতে পারেন। আর সেটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে কারণ সবাই রেবিসের প্রতিষেধক নিয়ে রাখেন না। আপনার সেবাশ্রয় শিবিরে কি ওঁর চিকিৎসার কোনও সুযোগ হবে? প্রশ্ন দেবাংশুর।

এক দিনে কমল মৃত ভোটার!

প্রতিবেদন: একেই অপরিকল্পিত এসআইআর। তার উপর আবার বিজেপিকে নোংরা রাজনীতি করার সুবিধা করে দিতে ক্রমাগত ভুলভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কমিশন। ২৪ ঘণ্টা আগেও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে বলা হয়েছিল, বাংলার ২২০৮ বুথে কোনও মৃত ভোটার নেই। কিন্তু একরাতের মধ্যেই ভোজবাজির মতো পাল্টি খেয়ে কমিশন জানাল, সংখ্যাটা নাকি মাত্র ৪৮০! বিজেপির সার্টিফায়েড 'তাঁবেদার' কমিশনের এই চূড়ান্ত হঠকারিতার তীব্র নিন্দা করল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির 'শাখা সংগঠন' হিসেবে কমিশনের এই বালখিল্যতাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন ছেলেখেলা করছেন নাকি? ইয়ার্কি মারছেন? বিজেপির হাতে তামাক খেতে গিয়ে এক-একবার এক-একরকম কথা বলছেন! এর চেয়ে বরং নিজেদের নামের তলায় আরেকটা ফলক জুড়ে তাতে লিখে দিন, এটি ভারতীয় জনতা পার্টির শাখা সংগঠন! তৃণমূল মুখপাত্র আরও বলেন, প্রথম থেকেই তৃণমূলের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা একটাও ভুয়ো ভোটারকে অ্যালাউ করছি না। আবার একটা বৈধ ভোটারকে বাদ দেওয়ার কনস্পিরেসিকেও অ্যালাউ করছি না। কমিশন প্রথমে বললেন, ২ হাজার বুথে মৃত ভোটার নেই। তারপর বললেন, ওটা ৪০০! মানে কী? তাহলে ২ হাজার বুথের হিসেবটা আপনারা কোত্থেকে পেলেন?

তোপ তৃণমূলের

যাদবপুরে অস্থায়ী রেজিস্ট্রার হলেন সেলিম বক্স মণ্ডল

প্রতিবেদন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার না থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছিল। কর্মসমিতির বৈঠক হলেও রেজিস্ট্রারবিহীন সেই বৈঠক গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছিল। তাই কাজে ছন্দ আনতে দু'মাসের জন্য অস্থায়ী রেজিস্ট্রার হলেন অধ্যাপক সেলিম বক্স মণ্ডল। ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় তিনি স্থলাভিক্ত হলেন। অধ্যাপক সেলিম বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। তাছাড়া তিনি কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নিয়ামক পদেও আসীন রয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই নিয়ে জানিয়েছেন, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অধ্যাপক সেলিম রেজিস্ট্রার হওয়া নিয়ে বিতর্ক উড়িয়ে দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই, ওঁকে নতুন পদে আনা দিয়ে কোনও ধরনের চাপ ছিল না।

অপরদিকে নতুন দায়িত্ব পেয়ে সেলিম বক্স মণ্ডল জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে তিনি কৃতজ্ঞ। দু'মাসের জন্য যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে তা তিনি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবেন। সমাবর্তন যাতে সবাইকে নিয়ে সুস্থ ভাবে পালন করা যায় সেই বিষয়ে তিনি যথাযথ চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যেই স্থায়ী রেজিস্ট্রারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারিতে তাঁর মেয়াদ ফুরোলে রেজিস্টার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

হাইকোর্টে মামলা পুলিশের

প্রতিবেদন : দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিনের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল পুলিশ। বিডিওকে বারাসত আদালতের দেওয়া আগাম জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। বুধবার, বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর সিঙ্গল বেঞ্চে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

সরানো হল আইনজীবীকে

প্রতিবেদন : সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। সেই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তৃণমূল লিগ্যাল সেলের তরফে আহ্বায়ক তরুণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দল বিরোধী কার্যালাপের অভিযোগে তাঁকে হাইকোর্টের লিগ্যাল সেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

■ বিধাননগর মেলায় জাগোবাংলা স্টলের উদ্বোধন। রয়েছেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, তুলসী সিংহরায়, বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রহিমা বিবি, কাকলি সাহা, চামেলি নস্কর প্রমুখ। সেন্ট্রাল পার্কে মঙ্গলবার। —শুভেন্দু চৌধুরী।

ভোট রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবে তৃণমূল : ফিরহাদ

সংবাদদাতা, হাওড়া: বাংলার মানুষের জন্য ভোট রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবে তৃণমূল। মঙ্গলবার দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের ও মধ্য হাওড়া তৃণমূলের ওয়ার-রুম পরিদর্শনে এসে একথা বলেন পুরমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

ফিরহাদ জানান, তৃণমূলই একমাত্র মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই করছে। এসআইআরের নামে বাংলার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলবে না। এদিন, ওয়ার রুম পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, স্থানীয় বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী, দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি সৈকত চৌধুরী প্রমুখ। মধ্য হাওড়াতে পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়।

■ দক্ষিণ ও মধ্য হাওড়া ওয়াররুম পরিদর্শনে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রয়েছেন জেলা সভাপতি গৌতম চৌধুরী, বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী প্রমুখ।

ফিরহাদ বলেন, তৃণমূলকে সরাতে সিপিএম বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সিপিএমের ভোট বিজেপিতে পড়ছে। কিন্তু বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করেন। তাই আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভোট রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। বিজেপি ২০২১-এ হেরেছে। ২০২৬-এ ও বাংলার মানুষ ওদের প্রত্যাখ্যান করবেন। তাই এখন থেকে ওরা নানা বাহানা করছে। নইলে দিল্লির বসরা ওদের টিকি টেনে ধরবে। পরিদর্শনে এসে ফিরহাদ এসআইআর নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ নেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দার্জিলিং থেকে প্রায় দু কিলোমিটার দূরে পাদ্রি চা-বাগানে বাড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হল ৬৭ বছরের বৃদ্ধা রুকমণি রায়ের। রাত দুটো নাগাদ ঘুমনোর সময় আগুন লাগে। বাকিরা বেরলেও রুকমণি বেরোতে পারেননি

আমার বাংলা

3 December, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

উত্তর সিকিমে তুষারপাত জেনেই উল্লাস পর্যটকেদের

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : উত্তর সিকিমের জিরো পয়েন্টে গতরাতে প্রবল তুষারপাত হয়েছে। আর তা দেখতে ভিড় করেছেন পর্যটকেরা। উত্তর সিকিম বরাবরই তুষারপাতের জন্য জনপ্রিয়। শীতে পর্যটকেরা হা-পিত্যেশ করে অপেক্ষা করেন কখন তুষারপাত হবে এবং তাঁরা সেই সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। জিরো পয়েন্ট হল উত্তর সিকিমের শেষ টুরিস্ট স্পট। গতকাল রাতের মুখে তুষারপাত শুরু হয়। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চলে তুষারপাত। খবর পেয়ে আজ সকালেই গ্যাংটক থেকে পর্যটকেরা জিরো পয়েন্টের দিকে ধেয়ে যান। গত মাসে অবশ্য এই ঋতুর প্রথম তুষারপাত হয়েছে। এদিন হল দ্বিতীয়বার। তুষারপাতের জেরে তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। ফলে প্রবল ঠাণ্ডা পড়েছে। কিন্তু তা উপেক্ষা করেই পর্যটকেরা প্রকৃতির রূপ দেখতে ছুটছেন।

ভোটাধিকার রক্ষা কোচবিহারে তৃণমূলের মহা-প্রতিবাদ মিছিল

মেখলিগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের মহা-প্রতিবাদ মিছিল।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় বাংলাবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে মহাপ্রতিবাদ মিছিল হল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে। চ্যাংড়াবান্ধা ভিআইপি মোড়ে জমায়েত হন তৃণমূল কর্মীরা। এরপর মিছিলে পা মেলান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, মেখলিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, মহিলা তৃণমূল জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা, শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি রাজেন্দ্রকুমার বৈদ্য, ছাত্রনেতা সায়নদীপ গোস্বামী প্রমুখ। সম্প্রতি পুলিশের অনুমতি ছাড়াই আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের রাস্তায় রাজনৈতিক সভা করে সঙ্কল্পযাত্রা করেছিল বিজেপি। তাতে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ। তারই পাল্টা জবাব দিল মঙ্গলবার তৃণমূল। নীল-সাদা বেলুন ও দলের পতাকা ছয়লাপ ছিল তৃণমূলের মিছিল। উদয়ন বলেন, মেখলিগঞ্জে বেড়াতে এসেছিলেন বিজেপি নেতারা। তাঁদের সেই বেড়ানোর পাল্টা আজ কত লোক দলে দলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পথে নেমেছে তা দেখুক বিজেপি। বিজেপি যেখানে মিছিল করবে তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পাল্টা মিছিল করে দেখিয়ে দেব বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। অভিজিৎ বলেন, যেভাবে কাজ করেছেন তাতে ৯৮ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি ভোটারের অস্তিত্ব আছে। তাঁরা কেউ রোহিঙ্গা নন, তাঁরা বাংলাদেশ থেকেও আসেনি। বাজনার তালে তালে পতাকা নাচতে দেখা যায় উচ্ছ্বসিত কর্মীদের। তৃণমূলের দাবি, সভায় রেকর্ড ভিড় হয়েছে।

শিলিগুড়িতে ‘সার’ নিয়ে সর্বদল বৈঠক

বৈঠকের পর মণীশ মিশ্র ও বিকাশ রুহেলা। মঙ্গলবার।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়িতে এসআইআর নিয়ে মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিল জেলা প্রশাসন। বৈঠকে ছিলেন দার্জিলিং জেলাশাসক মণীশ মিশ্র, শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক বিকাশ রুহেলা ও রাজনৈতিক দলের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, জেলায় ১২ লক্ষ ৯২ হাজার ৮৫৭ জন ভোটার রয়েছেন। যার মধ্যে ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার ভোটারের এসআইআর ফর্ম ডিজিটাইজ করা হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৮৮ হাজার ৮৮৩টি ফর্ম জমা পড়েনি। ৪৩ হাজারের মতো ফর্ম ডিজিটাইজ করা হয়নি। এদিনের বৈঠকে এসআইআর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া, বিএলও এবং বিএলএদের ভূমিকা ও ডিজিটাইজেশন নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শনে প্রসূন

ভোটরক্ষা শিবিরে প্রাক্তন পুলিশকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যেরা।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় কাজ সুসংগঠিতভাবে প্রায় ৯৫% এগিয়ে গিয়েছে। তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ওয়ার রুম ও বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরগুলি পরিদর্শন করছেন তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন পুলিশকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বালুরঘাট শহরে বিএলএ-২ ও তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন প্রসূন। এদিনের বৈঠকে প্রসূন ছাড়াও ছিলেন বালুরঘাট পুরপিতা অশোক মিত্র, প্রাক্তন পুরপিতা রাজেন শীল, বালুরঘাট শহর তৃণমূল সভাপতি সুভাষ চাকী ও পুরসভার কাউন্সিলররা।

উত্তর দিনাজপুরে পুলিশের জন্য মাল্টিজিম

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : উত্তর দিনাজপুরে পুলিশের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব, মঙ্গলবার। প্রকল্পগুলি মূলত পুলিশকর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। এদিন রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় পুলিশ লাইনে তিনি মহিলা ব্যারাক এবং মাল্টিজিমের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আইজি ছাড়াও ছিলেন পুলিশ সুপার মহঃ সানা আখতার ও অন্য পুলিশকর্তারা। আইজি জানান, পুলিশ কর্মীদের শারীরিক সক্ষমতার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে, তাতেই মাল্টি জিমের ব্যবস্থা। রায়গঞ্জের বিন্দোলে ওপেন জিম এবং পার্ক নির্মাণের কাজ চলছে। শিলিগুড়ি মোড়ে ট্রাফিক কন্ট্রোলে ওসির নবনির্মিত কক্ষেরও উদ্বোধন করে আইজি রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার কাজের প্রশংসা করেন।

প্রকল্পের উদ্বোধনে আইজি রাজেশকুমার যাদব।

সীমান্তসুরক্ষা ও মাদক পাচার প্রসঙ্গে জানান, বাংলা-বিহার সীমান্তে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিহার পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় রেখে কাজ করা হচ্ছে। টাকার প্রলোভনে যুব সমাজ এই মাদকচক্রে জড়িয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর মন্তব্য।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

রাস্তা ও নর্দমার কাজ শুরু

প্রকল্পের কাজ শুরু। নিজেই হাত লাগালেন চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বালুরঘাট পুর এলাকায় শুরু হয়ে গেল ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের আওতায় কাজ। মঙ্গলবার এক নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা ও নর্দমার কাজের উদ্বোধন করলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। শনিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক কোটি ২৯ লক্ষ টাকার ওয়ার্ক অর্ডার ঠিকাদারদের হাতে তুলে দেওয়ার পর মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে গেল উন্নয়নের কাজ। পুরসভার পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, পুরসভার পক্ষ থেকে মোট নয় কোটি টাকার কাজ সমস্ত পুর এলাকায় হবে। ইতিমধ্যেই প্রায় চার কোটি টাকার টেন্ডার সম্পূর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি এই দিনের দুটি রাস্তা ও ড্রেনের কাজ শুরু হওয়াতে খুশি বাসিন্দারা।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইকচালকের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পরিচয় জানা যায়নি। মঙ্গলবার দুপুরের ঘটনা, চালসা-মালবাজারমুখী জাতীয় সড়কের সাতখাইয়া মোড়ে। ওই ব্যক্তি মোটরবাইকে মালবাজার থেকে চালসার দিকে যাচ্ছিলেন। সাতখাইয়া মোড় এলাকায় কোনওভাবে মোটরবাইক থেকে পড়ে যান। মাথায় হেলমেট না থাকায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। মেটেলি থানার পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পরিচয় জানার পাশাপাশি কোনও গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা, না নিজেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়েছেন দেখছে পুলিশ।

আমার বাংলা
3 December, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এবার দুয়ারে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান ২৫ ব্লকে খুলতে উদ্যোগী দুই স্বাস্থ্যজেলা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • তমলুক

তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সেজেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে একের পর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান। এতদিন জেলা হাসপাতাল কিংবা মহকুমা হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে ওষুধ কিনতে পারতেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে এবার প্রতিটি ব্লকেই ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে ওষুধ কিনতে পারবেন তাঁরা। ইতিমধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে পূর্ব মেদিনীপুরের দুই স্বাস্থ্যজেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে বিশেষ নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে। যেখানে অবিলম্বে জেলার ২৫টি ব্লকে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান গড়ার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এতদিন মূলত তমলুক জেলা হাসপাতাল, হলদিয়া মহকুমা হাসপাতাল, কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল এবং এগরা মহকুমা হাসপাতাল থেকে ন্যায্যমূল্যের ওষুধ কিনতে পারতেন সাধারণ মানুষ। এর ফলে দূরদূরান্ত থেকে মানুষের

ভিড় জমত সমস্ত দোকানে। এতে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষজন ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের পরিষেবা পেতে সমস্যায় পড়তেন। তাই এবার তাঁদের দোরগোড়ায় ন্যায্যমূল্যের ওষুধ পৌঁছে দিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, তমলুক স্বাস্থ্য জেলায় মোট ১৪টি এলাকায় ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যজেলায় ১১টি দোকান গড়া হবে। এতে রাজ্য সরকারের তালিকাভুক্ত সমস্ত ওষুধ ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারবেন

পূর্ব মেদিনীপুর

সাধারণ মানুষ। তমলুক স্বাস্থ্যজেলায় কোলাঘাটের পাইকপাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, সুতাহাটার আমলাট, হলদিয়ার বাড় ঘাসিপুর, এগরার রামচন্দ্রপুর, তমলুকের অনন্তপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জানুবসান গ্রামীণ হাসপাতাল, নন্দকুমারের খেজুরবেড়িয়া হাসপাতাল-সহ একাধিক জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যজেলাতেও ১১টি জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান গড়ে তোলার জন্য দুই স্বাস্থ্যজেলার তরফে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই টেন্ডারে বেশ কিছু নিয়মাবলিও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আগামী বছরের শুরুতেই জেলায় এই ২৫টি দোকান চালু করা যাবে বলে মনে করছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। তমলুক স্বাস্থ্যজেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভাস রায় ও নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যজেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসিত দেওয়ান জানান, এই পদক্ষেপের ফলে জেলার বহু প্রান্তিক মানুষ ওষুধের জন্য খরচের বোঝা অনেকাংশে কমাতে পারবেন। ইতিমধ্যে আমাদের তরফে দোকান গড়ে তোলার সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু ব্রিজ নির্মাণের কাজ

সংবাদদাতা, দাসপুর : পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ২ ব্লকের উত্তরবার তেঁতুলতলা তথা ভুয়া গ্রামের মাঝে চন্দ্রেশ্বর খালের উপর নতুন করে কংক্রিটের সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সেচ দফতর। প্রায় সাতমাস আগে কাজ শুরু হলেও বর্ষার সময় কাজ স্থগিত হয়ে যায়। শীতের শুরুতে ফের সেই ব্রিজ নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজে গতি আনতে তৎপর প্রশাসন। নিয়মিত কাজের দেখভাল করছেন জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ আশিস হুদাইত। স্থানীয়দের আশা, আগামী বছরের শেষের দিকে কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে।

দুর্গাপুরে আজ শুরু জাতীয় মহিলা দাবা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরে ফের বড় একটি খেলার ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আজ, বুধবার থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৫১তম জাতীয় মহিলা দাবা প্রতিযোগিতা ২০২৫। সিধু কানহু স্টেডিয়ামে বুধবার দুপুর ১২টায় উদ্বোধন হতে চলেছে জাতীয় স্তরের এই দাবা প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় মোট ২৪টি রাজ্যের ১৪৭ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন। যার মধ্যে থাকছেন ৭ জন মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার। খেতাবপ্রাপ্ত মোট খেলোয়াড়ের সংখ্যা ১৪। এই প্রতিযোগিতার মোট পুরস্কার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা। মঙ্গলবার সারা বাংলা দাবা সংস্থা আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার তথা সারা বাংলা দাবা সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু বড়ুয়া, গ্র্যান্ডমাস্টার মেরিয়ম গোমস, পশ্চিম বর্ধমান দাবা সংস্থার সম্পাদক সুব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ খড়্গপুর শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার নির্মাণকাজ পর্যবেক্ষণ করছেন কাউন্সিলর ও এমকেডিএর ভাইস চেয়ারম্যান প্রদীপ সরকার।

ফের কর্নাটকে ফুলের কাজে গিয়ে মৃত ডেবরার ২ শ্রমিক

■ কর্নাটকে পথদুর্ঘটনায় মৃত লক্ষ্মীকান্ত দাস, সমরেশ গুড়াইত।

সংবাদদাতা, ডেবরা : কয়েকদিন আগেই ফুলের কাজ করতে ভিনরাজ্য কর্নাটকে গিয়েছিলেন ডেবরার বেশ কয়েকজন যুবক শ্রমিক। গত রবিবার রাতে সেখানকার কাজ সেরে শ্রমিকদের বাসায় ফেরার পথে কর্নাটকের উড়পি জেলার কাপু থানা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় শ্রমিকদের একটি পিকআপ ভ্যান। আর তার ফলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন ডেবরা ব্লকের দুই ফুল-শ্রমিক লক্ষ্মীকান্ত দাস (৩৪) এবং সমরেশ গুড়াইত (৩১)। এঁদের বাড়ি ডেবরার কাঁকড়া হরপ্রসাদ ও টাঙ্গাইশী এলাকায়। এই খবর গ্রামে আসতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই শ্রমিকের দেহ কর্নাটক থেকে আজ, বুধবার দু'জনের গ্রামের বাড়ি আসার কথা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক'দিন আগে একইভাবে ফুলের কাজ করতে গিয়েই ছত্তিশগড়েও একটি পথদুর্ঘটনার শিকার হন পিংলার একই গ্রামের ৩ জন যুবক। সেই ঘটনার রেশ না মিটতেই একই জেলার দুই যুবকের অন্য রাজ্যে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল।

হকারদের ঋণ দেবে পুরনিগম

সংবাদদাতা, আসানসোল : রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী আসানসোল পুর কর্তৃপক্ষের তরফে এবার রাস্তার উপর ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য হকার লোনের ব্যবস্থা করা হল। এই নিয়ে মঙ্গলবার পুরনিগমের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পরিষদ সদস্য গুরদাস চট্টোপাধ্যায়, বরো চেয়ারম্যান উৎপল সিনহা-সহ

আসানসোল পুরনিগমের কর্তা এবং ঋণ উপভোক্তারা। এক বছরের জন্য ১৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হবে। তার পর ধাপে ধাপে মিলবে পঁচিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা। সম্পূর্ণ ঋণ শোধ করতে পারলেই মিলবে আরও বেশি ঋণ।

পাড়ায় সমাধানের পর বাকি কাজের জন্য সংসদ সভা

■ পশ্চিম মেদিনীপুরের গৌরা গ্রামে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সংসদ সভা।

সংবাদদাতা, দাসপুর : পাড়ায় সমাধানের পর এবার এলাকার বাকি থাকা উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে শুরু হল রাজ্যজুড়ে গ্রামীণ এলাকায় সংসদ সভা। মূলত এই সভার মাধ্যমে এলাকায় যে যে কাজ বাকি রয়েছে তার স্কিম তৈরি করে পঞ্চায়েত দফতরে তোলা হবে। মঙ্গলবার এই কর্মসূচি হল দাসপুরে। জানা যায়, দাসপুর ২ ব্লকের অন্তর্গত গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে রামপুর তপসিল ২ সংসদের বেলপুকুর মনসাতলায় বান্মাসিক সংসদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ব্লক স্তরের আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে ওই এলাকার যে সব কাজ এখনও বাকি আছে সেগুলি স্কিমের মাধ্যমে তোলা হয়। এলাকার শতাধিক মানুষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের এলাকার কংক্রিটের রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, জল নিকাশি ড্রেন-সহ বিভিন্ন কাজের দাবি জানান। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য অরূপ দাস বলেন, যে সমস্ত দাবি এলাকার মানুষ রেখেছেন সেগুলির কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।

আলু সংরক্ষণের মেয়াদ এক মাস বাড়ায় স্বস্তি চাষিদের

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : মেয়াদ শেষের আগেই রাজ্যের হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণের মেয়াদ আরও এক মাস বাড়াল রাজ্য। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী ৩০ নভেম্বরের বদলে হিমঘরগুলিতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলু সংরক্ষণ করা যাবে। তবে এজন্য সংরক্ষণকারীদের গুনতে হবে বাড়তি ভাড়া। গত মরশুমে বেশি মাত্রায় উৎপাদন-সহ বিভিন্ন কারণে চলতি বছর আলুর দাম তেমন বাড়েনি। বাড়তি দাম পাওয়ার আশায় এখনও অনেকেই তাঁদের আলু হিমঘরে মজুত রেখেছেন। সরকারি হিসাবে এখনও রাজ্যের হিমঘরগুলিতে মোট সংরক্ষিত আলুর ১৩ থেকে ১৪ শতাংশ

■ বাঁকুড়া শহরের হিমঘর।

মজুত রয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে হিমঘর খালি করে দিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষিত এই ১৩ থেকে ১৪ শতাংশ আলু নিয়ে চিন্তায় পড়েছিলেন চাষি ও সংরক্ষণকারীরা। তবে মেয়াদ শেষের আগেই রাজ্য সরকারের তরফে রাজ্যের হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৩১ ডিসেম্বর করায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে চাষিদের মধ্যে। তবে বাড়তি একমাস আলু সংরক্ষণের জন্য আনুপাতিক হারে বস্তা-পিছু চাষি ও সংরক্ষণকারীদের ১০ টাকা ১১ পয়সা হারে হিমঘরের ভাড়া দিতে হবে বলে জানা গিয়েছে সরকারি নির্দেশিকায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০২৫ খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁদের নামের পাশে ‘ডিলিট’ দেখানোয় দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ৮০ নম্বর বুথের রঞ্জিত দে ও তাঁর স্ত্রী মুন্নি দে আতঙ্কে বিষয়টি মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে জানান। তিনি আশ্বাস দেন, কেন এমন হল খতিয়ে দেখা হচ্ছে

আমার বাংলা

3 December, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

■ মঙ্গলবার পুরুলিয়া থেকে ফেরার পথে বাঁকুড়ার শালতোড়ায় ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে এসআইআর নিয়ে বৈঠক করলেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া।

■ খড়্গপুর ২ ব্লকের ৪ নং চকমকরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলমুরিতে খেলার মাঠের ধারে বিধায়ক তহবিলের টাকায় বসেছে একটি হাইমাস্ট লাইট। উদ্বোধন করলেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি-সহ অন্যরা।

ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে তৈরি কাঁসাই নদীর অস্থায়ী রাস্তায় শুরু যানচলাচল

সংবাদদাতা, ডেবরা : বর্ষার সময় থেকে বেশ কয়েকমাস বাঁশের সাঁকো, নৌকা বা ভাসাপুলেই চলত ডেবরার টাবাগেড়িয়াতে কাঁসাই নদীঘাটে যাতায়াত। নদীতে জল বাড়ায় বড় যান চলাচল করতে পারত না। প্রতি বছরের মতো এ বছরও ডেবরা ব্লক প্রশাসনের পক্ষে কয়েকদিন ধরেই নদীর ভেতরে বড় বড় হিউম পাইপ, বালি, ইট, মোরাম দিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল। ইতিমধ্যে তা সম্পূর্ণ হওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই বাস, লরি, ডাম্পার, বাইক ইত্যাদি ছোট-বড় যানের পাশাপাশি নিত্যযাত্রীরাও যাতায়াত করতে পারবেন। পাকা সেতু না হলেও আপাতত অস্থায়ী রাস্তা পাওয়ায় সাময়িক সুরাহা পেলেন নিত্যযাত্রী থেকে সবাই। বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ী জানান, প্রতি বছরের মতো এবছরও রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হল। ব্রিজ তৈরির ক্ষেত্রে জমি নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। আমরা তা সমাধান করার চেষ্টা করছি। অপরদিকে ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া কাজ পরিদর্শনে গিয়ে বলেন, আমরা আপাতত মানুষের যাতায়াতের জন্য রাস্তা তৈরি করে দিলাম। ব্রিজ তৈরির জন্য বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর উদ্যোগ নিচ্ছেন। অনেকেই জমি দেওয়ার জন্য স্বাক্ষর করেছেন। বাকিদের সঙ্গে কথা বলা হবে।

■ ডেবরায় কাঁসাই নদীর উপর তৈরি অস্থায়ী রাস্তার সূচনা হল। মঙ্গলবার।

তৃতীয় সৃষ্টিশ্রী মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মন্ত্রী, জেলা প্রশাসন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : প্রান্তিক শিল্পীদের হাতে তৈরি সামগ্রী নিয়ে দুর্গাপুর হাটে সৃষ্টিশ্রী মেলা হবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। মঙ্গলবার তার প্রস্তুতি বৈঠক হয়ে গেল। বৈঠকের পরেই পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার মেলার রূপরেখা তুলে ধরে বলেন, এবার তৃতীয় বছরে পা দেবে এই মেলা। গত দু’বছরে মানুষের মন কেড়ে নিয়ে জনপ্রিয় হিসাবে প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছে এই মেলা। রাজ্য সরকারের নীতি হল স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি তাদের তৈরি নানা হাতের কাজ তুলে ধরবে এই মেলায়। সরাসরি ক্রেতাদের কাছে তারা তুলে ধরবে তাদের হাতের কাজের অপূর্ব কাজ এবং ক্রেতা সরাসরি তা কিনবেন। এতে শিল্পীদের সঙ্গে ক্রেতাদের মনের বন্ধন গড়ে উঠবে। এই মেলায় শিল্পীরা তাঁদের ক্রেতাদের চাহিদা এবনং মন বুঝতে পারেন। ফলে তাঁরা তাঁদের পসরা সেভাবেই নিয়ে আসেন। তাঁদের সময়েই দুর্গাপুর হাট ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং শিল্পীরা এই মেলায় তাঁদের কাজ বিক্রি করে ভাল আয় করেন। মন্ত্রী বলেন, মেলায় আসার ক্ষেত্রে পরিবহণের সমস্যা মেটাতে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণ তাদের বাস মেলার ক’দিন চালাবে বলে জানিয়েছেন এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল। দুর্গাপুর হাটে সৃষ্টিশ্রী মেলা এবার আরও জনপ্রিয় হবে বলে আশাপ্রকাশ করে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, এখানে রসনাতৃপ্তির আয়োজন, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকছে বাঙালির চাহিদাপূরণে।

■ মেলার প্রস্তুতিসভায় প্রশাসন কর্তাদের সঙ্গে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

উপস্থিতি ৭ হাজার ছাড়াল

সেবাশ্রয়-২

প্রতিবেদন : সোমবার থেকে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ফের ডায়মন্ড হারবারের সাত বিধানসভা কেন্দ্রে শুরু হয়েছে সেবাশ্রয় ২। মঙ্গলবার, সেবাশ্রয় ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনে ২৭টি স্বাস্থ্যশিবিরে মোট ৪২৯৯ জন চিকিৎসা করানোর জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। সূচনার পর প্রথম দু’দিনে সেই সংখ্যাটা ৭০০২। তার মধ্যে ৩০৭৯ জনকে চিকিৎসার পর বিনামূল্যে ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ৩১৮৪ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এবং ১৬৬ জনকে তাঁদের পরিস্থিতি বুঝে বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারবাসী ‘সকলের সুরক্ষা, আমাদের অঙ্গীকার’ শপথেই চলছে সেবাশ্রয় ২-এর পথচলা।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু

প্রতিবেদন : টিউশন পড়িয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না বড়বাজারের গৃহশিক্ষকের। দুই বাসের রেষারেষির মাঝখানে পড়ে মৃত্যু পথচারীর। শ্যামবাজার এভি স্কুলের সামনে মঙ্গলবার ভরসন্ধ্যায় বৃদ্ধ গৃহশিক্ষককে পিষে দিল বেসরকারি বাস। মৃত ব্যক্তির নাম শম্ভুনাথ দাস (৭০)। শ্যামবাজার-হাওড়া রুটের ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে শ্যামপুকুর থানার পুলিশ। কিন্তু চালক ও কন্ডাক্টর এখনও পলাতক।

পাথরপ্রতিমায় ফের বাঘের আতঙ্ক

প্রতিবেদন : ফের উপেন্দ্রনগরে বাঘের আতঙ্ক। ইতিমধ্যেই খাঁচা পাতা হয়েছে বন বিভাগের তরফে। জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এলাকা। যদিও মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সেই খাঁচাতেও ধরা দেয়নি দক্ষিণরায়। নতুন করে আরও দুটি খাঁচা পাতা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হবে। পাশাপাশি ড্রোন ক্যামেরা আনা হচ্ছে বাঘটিকে খোঁজার জন্য। ঠাকুরান নদী পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বাঘটি। বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছে একাধিক জায়গায়। যদিও বাঘ টিকে এখনও পর্যন্ত চাক্ষুষ করা যায়নি। সতর্ক থাকার জন্য বন দফতরের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে। বাঘ ধরার জন্য বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে আসা হচ্ছে কুলতলি থেকে। শ্রীধরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোবিন্দ মিদ্দে জানান, বাঘটিকে ধরার জন্য খাঁচার পাতা হয়েছে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার এলাকায় বাঘ ঢুকেছে।

একশো টাকার জন্য খুন করে আজীবন সাজা

সংবাদদাতা, হুগলি: প্রায় ছয় বছর পর মিলল বিচার। যুবক খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দুজনের। চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড সহ পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা, মৃতের মাকে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরন দেওয়ার নির্দেশ । ২০১৯ সালে রাত তিনটে নাগাদ মগড়া কাঁটাপুকুর এলাকায় একটি দোকানের সামনে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় পরে থাকতে দেখা যায়। জানা যায়, মৃতের নাম মহঃ আনোয়ার (২৩)। বাড়ি মগড়া গঞ্জ নতুন গ্রাম এলাকায়। ঘটনার দিন সন্ধ্যে থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরে পুলিশ ওই যুবককে পরে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। মগড়া গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের মামার অভিযোগ ছিল, কৃষ্ণা বাউল দাস ও লক্ষ্মী রায় নামে দুজন খুন করেছে আনোয়ারকে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করে। জেরায় পুলিশ জানতে পারে, লক্ষ্মী একশ টাকা পেতেন আনোয়ারের কাছে। সেই টাকা চাওয়া নিয়ে বচসা চলার সময় লক্ষ্মীর সঙ্গী কৃষ্ণা মাথায় আধলা ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করে আনোয়ারকে। তারপর দুজনে পালিয়ে যায়।

আদিবাসীদের পাশে পুলিশ

প্রতিবেদন : শীতের শুরুতেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রান্তিক মানুষদের জন্য নতুন কম্বল এবং শুকনো খাবার নিয়ে পৌঁছে গেল হৃদয়পুর নবসোপান। বাঁকুড়ার হিরবাঁধ থানার শবর গ্রাম হয়ে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি ও বাঁশপাহাড়ির লাগাদাড়ি গ্রামে এই কর্মসূচি পালিত হয় দুই জেলা পুলিশের সহযোগিতায়। পথপ্রদর্শক প্রয়াত দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধান দিবস উপলক্ষে লাগাদাড়ির প্রায় আড়াইশো মানুষকে বসিয়ে খাওয়ানো ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন খাতরার মহকুমা পুলিশ অধিকর্তা অভিষেক যাদব, সিআই অনির্বাণ হালদার, হিরবাঁধ থানার ওসি বর্ণালি সরকার এবং ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষে বেলপাহাড়ির মহকুমা পুলিশ অধিকর্তা অলক কুমার, বেলপাহাড়ি থানার আইসি দীপঙ্কর দাস, বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়ির ওসি শুভেন্দু রানা। সংগঠনের পক্ষে ছিলেন জয়ন্ত বিশ্বাস, সুনীতি বিশ্বাস, সৌভিক ঘোষ প্রমুখ।

বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে ইসকন মন্দিরে গীতা জয়ন্তী উৎসব

সংবাদদাতা, নদিয়া : শীতের শুরুতেই অগ্রহায়ণের মধ্য লগ্নে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার ভক্ত সমন্বয়ে মহাসমারোহে মায়াপুরের ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরে পালিত হচ্ছে ৭ দিনের গীতা জন্মজয়ন্তী উৎসব। দেশি-বিদেশি হাজার হাজার ভক্তর উপস্থিতিতে একদিকে চলছে গীতাপাঠ, অন্যদিকে শান্তিযজ্ঞ। জগতের মঙ্গল কামনায় প্রতি বছর এই উৎসবের আয়োজন করেন মায়াপুরের ইসকন কর্তৃপক্ষ। তবে এই উৎসবকে ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে ইসকন। আগত ভক্তদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ মন্দির সেজেছে আলোকসজ্জায়। নিরাপত্তার স্বার্থে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তারক্ষীদের সংখ্যাও। ভক্তদের সমৃদ্ধি, শান্তির পাশাপাশি জগতের মঙ্গল কামনায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। এ প্রসঙ্গে মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাসের কথায়, প্রত্যেকের হৃদয়ে গীতাকে উদ্ভাসিত করার জন্য এই অনুষ্ঠান। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বাণী এই গীতা। সেই ঐতিহ্য মেনেই পালিত হচ্ছে গীতার জন্মজয়ন্তী উৎসব।

১০
৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

3 December, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআর ফর্ম নিতে এসে ধৃত বাংলাদেশি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে এসে বসবাস করা এক ব্যক্তিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ধূপগুড়ির মাগুরমারি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। এনুমারেশন ফর্ম নিতে এসে ঘটনাটি জানা যায়। গ্রামবাসীদের চাপে নিজেই স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত শ্যামল রায়। ২০১০ সালে বাংলাদেশের রংপুর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে আসেন শ্যামল। এরপর থেকেই ময়নাগুড়ির রাজারহাট এলাকায় বসবাস করছেন। দালালের মাধ্যমে সাড়ে নয় হাজার টাকার বিনিময়ে পশ্চিম মল্লিকপাড়ার চিনিরাম রায়কে 'বাবা' দেখিয়ে ২০১৮-য় ভোটার তালিকায় নাম তোলেন। এমনকী একবার নাকি ভোটও দিয়েছেন! এসআইআর আবহে ফর্ম নিতে ভোটার কার্ডে লেখা 'বাবার বাড়িতে' যেতেই গ্রামবাসীরা ধরে ফেলেন। দীর্ঘ জেরায় শ্যামল স্বীকার করেন, তিনি বাংলাদেশ থেকে কাজের উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন এবং ফিরে যাননি। দালালের সাহায্যে ভুয়ো পরিচয় বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিলেন।

এসআইআর শিবিরে সামিরুল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : উত্তর দিনাজপুরে এসআইআর কাজের অগ্রগতি দেখতে এলেন সাংসদ সামিরুল ইসলাম। তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মঙ্গলবার জেলায় আসেন সামিরুল। ইটাহার, ইসলামপুর, ডালখোলা সহ বিভিন্ন এলাকার পঞ্চায়েত ও পুর এলাকা ঘুরে দেখেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এসআইআর-এর কাজ নিয়ে আলোচনা করেন এবং কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। বিধায়ক মোশারফ হোসেন এবং দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

গাজোলে আজ মুখ্যমন্ত্রী, শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি

সংবাদদাতা, মালদহ : মালদহের গাজোলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে গোটা গাজোল এখন উৎসাহে উচ্ছ্বসিত এবং প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রীর দলীয় জনসভা হবে গাজোল কলেজ মাঠে। তাঁর আগমনের ২৪ ঘণ্টা আগে থেকেই গাজোল কলেজ মাঠ জুড়ে দেখা গেল ব্যস্ততার ছবি। মঞ্চনির্মাণ, ব্যারিকেড বসানো, মাইক-লাইট লাগানো থেকে শুরু করে নিরাপত্তা বলয়ের চূড়ান্ত খতিয়ান— সব ক্ষেত্রেই চলছে দ্রুত কাজ।

মালদহ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব কার্যত দিনরাত এক করে কাজ করছেন সভাকে সফল করে তুলতে। ব্লকে ব্লকে চলছে কর্মি-বৈঠক, প্রচার এবং পর্যালোচনা সভা। তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে যাতে জনসভায় কোনও ত্রুটি না থাকে।

গাজোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার ও অন্যরা সরেজমিনে কলেজ মাঠে গিয়ে কাজের অগ্রগতি দেখলেন। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ।

জেলায় জেলায় এসআইআর ওয়ার রুমে সক্রিয় তৃণমূল নেতৃত্ব

মুর্শিদাবাদের কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের ওয়ার রুমে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনারত আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলবার।

দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে আজ তরাইয়ের নকশালবাড়ি ব্লকের সাতভাইয়া ডিভিশন চা-বাগানে বাংলার ভোট রক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে চা-শ্রমিকদের এসআইআর ফর্ম পূরণে সহায়তা প্রদান করা হয়।

আলোচনায় বাধ্য হল কেন্দ্র

(প্রথম পাতার পর) আগামী সোমবার লোকসভায় বন্দে মাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনাও হবে। সংসদীয় সূত্রের দাবি, রাজ্যসভায় মঙ্গলবার শুরু হতে পারে বন্দে মাতরম সংক্রান্ত আলোচনা। একইরকমভাবে রাজ্যসভায় সার সংক্রান্ত আলোচনা করা হতে পারে ১১ ডিসেম্বর।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবারও এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে উত্তাল ছিল সংসদের উভয় কক্ষ। অধিবেশন শুরুর আগেই সংসদের মকর দ্বারের সামনে বিরোধী শিবিরের সাংসদরা বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেন। 'ভোট চোর গদ্দি ছোড়'- বিরোধীদের তোলা স্লোগানে মুখরিত হয় সংসদ চত্বর। তৃণমূলের তরফে এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর ও লোকসভা সাংসদ বাপি হালদার। সার ইস্যু নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার দাবি তুলে এদিনও একাধিক নোটিশ পেশ করা হয়। এই সব নোটিশ খারিজ হওয়ার পরেই সংসদের উভয় কক্ষে শুরু হয় বিরোধী বিক্ষোভ, যেখানে সবার আগে ওয়েলে নেমে স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তৃণমূল সাংসদরা। তাঁদের দেখাদেখি, ডিএমকে, সপা-সহ অন্যান্য বিরোধী দলও বিক্ষোভ দেখায়। এই বিক্ষোভের জেরেই মঙ্গলবার দফায় দফায় মুলতুবি করা হয় সংসদীয় অধিবেশন। এর পরেই উপায়ান্তর না দেখে বিরোধী শিবিরের সংসদীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সংসদ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই বৈঠকে যোগদান করেন রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং লোকসভার চিফ হুইপ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তাঁরা দু'জনেই সাফ জানান, কোনও ষড়যন্ত্র চলবে না, অবিলম্বে সংসদ কক্ষে এসআইআর নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। এর পরেই পিছু হটতে বাধ্য হয় মোদি সরকার।

এর পরেই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ট্যুইটে বলেন, দায়িত্বশীল বিরোধী দলগুলি সংসদকে সচল রাখার জন্য যা যা দরকার সব কিছু করেছে। আমরা এমন একটি সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, যারা সংসদকে প্রতিনিয়ত উপহাস করে। সার-এর কারণে মানুষ মারা যাচ্ছে। এই ইস্যুতে আলোচনা করা আমাদের কাছে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় গণতন্ত্রের সুরক্ষার নিরিখে সার সংক্রান্ত আলোচনায় সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। কৌশলগত পরিবর্তন করেছি আমরা। আমরা সব বিতর্কেই সরকারকে কোণঠাসা করব।

এই প্রসঙ্গেই সরকারকে তোপ দেগে বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষের মনে শুধু আতঙ্ক তৈরি করেছে। মানুষের পাশে আছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোটা তৃণমূল কংগ্রেস।

ফেরতের গল্প জানা আছে

(প্রথম পাতার পর) বক্তব্য, কেন্দ্রের কাছ থেকে এখনও ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকার বেশি আমরা পাই। আমাদের টাকাটা দিচ্ছে না। আশা করব দেবেন। কিন্তু কবে দেবেন? নির্বাচন তো দরজায় কড়া নাড়ছে! এর পরে ফেব্রুয়ারিতে দিয়ে মার্চে বলবে খরচ হল না? চালাকিটা আমরাও বুঝি। তাঁর কথায়, গ্রামীণ বাড়ি এবং আবাসন প্রকল্পের অধীনে ৬৭ লক্ষ ৬৯ হাজার বাড়ি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্র টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার পরেও সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের টাকায় পথশ্রী প্রকল্প করেছি। এতে আমাদের ১৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আগে অর্ধেক দিত কেন্দ্র, অর্ধেক দিতাম আমরা। এখন আর দিচ্ছে না। সড়ক পরিকাঠামো নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। তার মধ্যে ৩৯ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাকিটারও কাজ হচ্ছে। সবটাই আমাদের নিজের টাকায়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ২০১১ সাল থেকে বাংলা সড়ক যোজনায় রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরি হয়েছে। সারা দেশে গ্রামীণ রাস্তা ও আবাস যোজনায় চার বছর ধরে আমরা এক নম্বরে ছিলাম। তাই তো ওরা আমাদের টাকা বন্ধ করেছে।

শিল্পে জোয়ার

(প্রথম পাতার পর) মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন মমতা। শিল্পায়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজ্যে মেট্রোর কোচ, লোকাল ট্রেনের কোচ, ভারী যন্ত্রপাতি, এমনকী জাহাজও তৈরি হচ্ছে। সিমেন্ট-ইস্পাত— সব ক্ষেত্রেই নতুন উদ্যোগ বেড়েছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প বা এমএসএমই ক্ষেত্রকে তিনি রাজ্যের অন্যতম শক্তি বলে উল্লেখ করেন। জানান, এই খাতে বর্তমানে এক কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ কর্মরত। দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও রাজ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে— ইতিমধ্যেই ৪২ লক্ষ যুবক-যুবতী স্কিল ট্রেনিং পেয়েছেন।

২ কোটি কর্মসংস্থান

(প্রথম পাতার পর) তৈরি হবে। দেউচা-পাঁচামিতেও ১ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পে রাজ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। মহিলা পরিচালিত ক্ষুদ্রশিল্প এ-রাজ্যেরই দেশের মধ্যে সবাধিক। আমরা ১২ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালু করেছি।

এছাড়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ২ কোটি ২১ লক্ষ পরিবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছে। ১ কোটি ছাত্রীকে দেওয়া হচ্ছে কন্যাশ্রী। রূপশ্রীর আওতায় ২২ লক্ষ মেয়ের বিয়ে হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতেও বাজেট ৬ গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথী দেওয়া হচ্ছে। আবাস যোজনায় ৬৭ লক্ষ ৬৯ হাজার বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। মোট ১ কোটি বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে রাজ্যে কাজ করছেন এক কোটি ৩০ লক্ষের বেশি মানুষ। ৪২ লক্ষ ছেলেমেয়েকে স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে মেট্রোর কোচ, লোকাল কোচ, ভারী যন্ত্রপাতি, জাহাজ তৈরি হচ্ছে। সিমেন্ট, ইস্পাত কারখানার কথা এদিন উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাফ জানিয়ে দেন, বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির চাপ যতই বাড়ুক সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের প্রশাসনিক কাজ যেন কোথাও ব্যাহত না হয়। নির্বাচনী দায়িত্বের পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা বজায় রাখা প্রশাসনের প্রথম কর্তব্য। তাই জেলাশাসকরা ইলেকশনের কাজ করছেন করুন। কিন্তু মাথায় রাখবেন, সাধারণ মানুষের কাজগুলোও। তাঁর ঘোষণা, যাঁরা ভাল কাজ করবেন তাঁদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। পাশাপাশি মন্ত্রীদেরও নির্দেশ দেন, জেলার প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প সঠিকভাবে চলছে কি না তা নিয়মিত খতিয়ে দেখতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আবার চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়াহ। নিম্নচাপটি গতিমুখ বদলে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পূর্ব উপকূল বরাবর এগিয়ে আসছে। ফলে আবার লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে চেন্নাই এবং তামিলনাড়ুর উপকূলের জেলাগুলিতে

৩ দিনে মৃত্যু ২ শিক্ষক সহ ৩ জনের

উত্তরপ্রদেশে অমানুষিক কাজের চাপে আবার অকালমৃত্যু বিএলওর

লখনউ: মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে আবার এক বিএলওর অকালমৃত্যু হল উত্তরপ্রদেশে। মঙ্গলবার সকালে হাথরসে অকালমৃত্যু হল আরও একজন বিএলওর। তিনিও পেশায় শিক্ষক। কমলাকান্ত শর্মা নামে ৪০ বছর বয়সের ওই শিক্ষকের বাড়ি ব্রাহ্মণপুরী এলাকায়। এদিন সকালে বাড়িতে বসে চা খাচ্ছিলেন তিনি।

আচমকাই মাথা ঘুরে পড়ে যান। জ্ঞান হারান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। গত ৩ দিনে এই নিয়ে উত্তরপ্রদেশে অন্তত ৩ জন বিএলওর অপমৃত্যু হল।

কমলাকান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বুথ লেভেল অফিসারের কাজও করছিলেন তিনি। এই কাজের অতিরিক্ত বোঝা সামলাতে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। সেইসঙ্গে ছিল প্রবল মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ। নাওয়া-খাওয়া-ঘুমের অবকাশ পাচ্ছিলেন না তিনি। কমলাকান্তের ছেলে বিনায়কের দাবি, তাঁর বাবা কয়েকদিন ধরেই অমানুষিক চাপের মধ্যে ছিলেন।

লক্ষণীয়, গত রবিবারই বিজনৌর জেলায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল এক মহিলা বিএলওর। রবিবার রাতে আত্মহত্যা করেন আরও একজন বিএলও। সোমবার মোরাদাবাদে নিজের বাড়িতেই পাওয়া যায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। ৪৬ বছরের ওই বিএলও সর্বেশ সিংও ছিলেন পেশায় সহকারী শিক্ষক। আত্মহত্যার আগে একটি ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন তিনি। তাতে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বলতে দেখা গিয়েছে, কঠোর পরিশ্রম করার পরেও বিপুল কাজ শেষ করতে পারছেন না তিনি। এরপরে আবার মঙ্গলবার মৃত্যু হল আরও এক শিক্ষক বিএলওর। যোগীরাজ্যে এভাবে একের পর এক বিএলওর মৃত্যুতে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, বিশেষত শিক্ষকদের মধ্যে। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শিক্ষক সংগঠনগুলো। সাধারণ মানুষেরও ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে।

ভেস্তে গেল বিজেপির সংসদ অচল করার চক্রান্ত

এসআইআর আলোচনার দাবি আদায় করেই ছাড়ল তৃণমূল

নয়াদিল্লি: সংসদকে সুকৌশলে অচল করে দিয়ে বিরোধীদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর যে চক্রান্ত বিজেপি করেছিল, তা কিন্তু সফল হতে দিল না তৃণমূল। লোকসভা এবং রাজ্যসভাকে সচল রেখেই কীভাবে এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি আদায় করে নিতে হয় তা দেখিয়ে দিল তৃণমূল। বুঝিয়ে দিল সংসদকে সচল রাখার জন্য বিরোধী দল হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব এবং কর্তব্য কীভাবে পালন করা যায়। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার দু'দিন আগেই রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সতর্ক করেছিলেন, বিজেপি কিন্তু সংসদকে অচল করতে চায়। অন্যদিকে তৃণমূল চায় সংসদের কাজকর্ম মসৃণভাবে হোক। তৃণমূলের দেখানো পথে বিরোধীদের সম্মিলিত চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত সামনের মঙ্গলবার লোকসভায় নিবিড় সংশোধন নিয়ে আলোচনায় মোদি সরকার রাজি হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হল বিজেপির অপকৌশল পরাজিত হল তৃণমূলের

দায়িত্ববোধের কাছে। নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে ভোটচুরি নিয়ে নিজেদের অপকর্ম চাপা দেওয়ার ছক মাঠেমারা গেল বিজেপির। মঙ্গলবার এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলেছিলেন ডেরেক।

পরে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি বলেন, দায়িত্বশীল বিরোধী দলগুলি সংসদকে সচল রাখার জন্য যা যা দরকার সব কিছু করেছে। আমরা এমন একটি সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, যারা সংসদকে প্রতিনিয়ত উপহাস করে। সারের কারণে মানুষ মারা যাচ্ছে। এই ইস্যুতে আলোচনা করা আমাদের কাছে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় গণতন্ত্রের সুরক্ষার নিরিখে সার সংক্রান্ত আলোচনায় সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। কৌশলগত পরিবর্তন করেছি আমরা। আমরা সব বিতর্কেই সরকারকে কোণঠাসা করব।

এই প্রসঙ্গেই সরকারকে তোপ দেগে বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষের মনে শুধু আতঙ্ক তৈরি করেছে। কিন্তু মানুষের পাশে আছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোটা তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে মণিপুর গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স সংক্রান্ত দ্বিতীয় সংশোধনী বিল এদিন রাজ্যসভা থেকে লোকসভায় ফেরত পাঠানো হয়েছে।

অনুপ্রবেশকারী, কড়া অবস্থান সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করা অনুপ্রবেশকারীদের ইস্যুতে কড়া অবস্থান গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত প্রশ্ন তোলেন, অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি আমাদের লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া উচিত? এদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের মধ্যে পাঁচজন রোহিঙ্গা নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁদের সন্ধানের দাবি তুলে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা একটি মামলার প্রসঙ্গেই মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি। এখানেই না থেমে উনি আরও বলেন, ভারত সরকার কি কোনওদিন রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে? অনুপ্রবেশকারীদের কেন এদেশের ভিতরে রেখে দিতে হবে? প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। এই প্রসঙ্গেই তাঁর পর্যবেক্ষণ, আপনি সুড়ঙ্গ দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। খাবার, আশ্রয়, শিশুদের শিক্ষার অধিকার পেলেন। আপনি চান, এভাবে আইন নমনীয় করা হোক? আমাদের গরিব শিশুরা কি সুবিধা পেতে পারে না? মামলাকারীর আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে দাবি জানান, কেউ অনুপ্রবেশকারী হলেও তাঁদের এভাবে বাইরে পাঠানো যায় না। রোহিঙ্গাদের যদি ভারত থেকে বের করে দিতে হয় তবে তা আইন অনুযায়ী হওয়া উচিত। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই মামলার ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, জনস্বার্থ মামলাকারীর সঙ্গে রোহিঙ্গাদের কোনও সম্পর্কই নেই। অথচ তিনি এই মামলা করছেন। আগামী ১৬ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে হবে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

অন্ধকার সুড়ঙ্গে থমকে দাঁড়াল চেন্নাই-মেট্রো

চেন্নাই: সুড়ঙ্গে হঠাৎ থমকে গেল চেন্নাইয়ের ব্লু লাইন মেট্রোর চাকা। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেই অন্ধকার হয়ে যায় মেট্রোর কামরা। স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থায় যাত্রীরা আটকে পড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় সকলের মধ্যেই। পরিস্থিতি সামাল দিতে ট্রেন খালি করে দেওয়া হয় আর তারপরেই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেঁটে যাত্রীদের স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালের ঘটনা।

চেন্নাইয়ের পুরাচি থালাইভার ডক্টর এমজি রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন এবং হাইকোর্ট স্টেশনের মধ্যে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় মেট্রো পরিষেবা। যাত্রীরা অভিযোগ করেছেন যে মুহূর্তের জন্য লাইট বন্ধ হয়ে যায় এবং ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে, যার ফলে সকলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় দশ মিনিট ধরে, যাত্রীরা রেকের ভিতরে আটকে ছিলেন।

বোমাতঙ্কে জরুরি অবতরণ বিমানের

মুম্বই : বোমাতঙ্কে জরুরি অবতরণ বিমানের। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিগো বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পেতেই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিল কর্তৃপক্ষ। কুয়েত থেকে হায়দরাবাদগামী বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হল মুম্বইয়ে। উড়ানে কতজন যাত্রী ছিলেন তা স্পষ্ট নয়। বিমানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তবে এখনও বিপজ্জনক কিছু মেলেনি। আচমকা ফ্লাইটের অবতরণের জেরে সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। ইন্ডিগোর এয়ারলাইন্সের তরফে বলা হয়েছে যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত।

৯০০ কোটি সম্পত্তি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের!

উৎস ঘিরে দানা বাঁধছে গভীর রহস্য

রাঁচি: ৯০০ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার হল এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের। এর উৎস নিয়ে দেখা দিয়েছে গভীর রহস্য। একজন সিএ-র এই বিশাল অঙ্কের সম্পত্তি দেখে অবাক তদন্তকারী থেকে শুরু করে আমজনতা।

মঙ্গলবার সকালে রাঁচির এক চার্টার্ড অ্যাক্যাউন্ট্যান্ট নরেশকুমার কেজরিওয়ালের বাড়ি, অফিসের বিভিন্ন ঠিকানায় হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। হদিশ মেলে প্রায় ৯০০ কোটি টাকার সম্পত্তির! ইতিমধ্যে তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কয়েক কোটি টাকার নগদ উদ্ধার হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর। অভিযুক্ত সিএ-র পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নামে এবং বেনামে বহু সম্পত্তির খোঁজও মিলেছে। হাওয়ালার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন নরেশ, মনে করছেন তদন্তকারীরা।

সিএ নরেশের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা নয়, বিদেশি মুদ্রা আইনে মামলা রুজু করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে রাঁচির পাশাপাশি তাঁর মুম্বই ও সুরাটের ঠিকানাতেও হানা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

সওয়াল শীর্ষ আদালতে

এসআইআর: কমিশন পূর্ণ ক্ষমতা হাতে পেলে স্বৈরাচারী হবে

নয়াদিল্লি: এসআইআরের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা যদি নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে তারা স্বৈরতন্ত্র চালাবে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নেই কেন? কেন ভোটার তালিকা মেশিনে পাঠযোগ্য আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে না? এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় সওয়াল করতে গিয়ে প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগ করেন, গোটা প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো চলছে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে জমা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে এনুমারেশন ফর্ম। একের পর এক বিএলও'র মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে এনেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় শীর্ষ আদালতে। আইনজীবীর তথ্য, চাপের মুখে অন্তত ৩০ জন বিএলওকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে।

আইনজীবী বৃন্দা গোভার যুক্তি দেন, নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে সংসদের হাতে। নির্বাচন কমিশনের হাতে আদৌ তা নেই। আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভির সওয়াল, নাগরিকত্বর যাচাইয়ের ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ রোপা আইনের অপব্যবহার চলছে। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে চলছে এই মামলার শুনানি। মামলার পরবর্তী শুনানি ৪ ডিসেম্বর। গত সপ্তাহের পরপর দু'দিন এই মামলা উঠেছিল শীর্ষ আদালতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে গিয়ে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করলেন তাঁর বোন উজমা খানুম। মঙ্গলবার জেল কর্তৃপক্ষ দেখা করার অনুমতি দেয়। জেল থেকে বেরিয়ে উজমা জানান, সুস্থ থাকলেও জেলে ইমরানকে মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে

ঘুরপথে পেগাসাস চালুর আশঙ্কা

সরকারি অ্যাপ নিয়ে কেন্দ্রের দ্বিচারিতা

ঐচ্ছিক ঘোষণার পরেও বাধ্যতামূলক ইনস্টলের নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় টেলি যোগাযোগ মন্ত্রকের নয়া নির্দেশ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই উদ্যোগ ঘুরপথে পেগাসাস চালু করে সরকারের নজরদারির চেষ্টা কি না সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।

কেন্দ্রের নতুন নির্দেশে সমস্ত নতুন স্মার্টফোন ডিভাইসে সরকারের সাইবার নিরাপত্তা অ্যাপ 'সঞ্চার সাথী' আগে থেকে ইনস্টল করার এবং ব্যবহারকারীরা যাতে তা মুছে না ফেলতে পারে, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ জারি হওয়ার পর তীব্র বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তবে এই বিতর্ক যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেছেন, অ্যাপটি আসলে 'ঐচ্ছিক' হবে এবং ব্যবহারকারীরা চাইলে তা মুছে ফেলতে পারবেন। এই অ্যাপ নিয়ে সরকারের নিজস্ব অফিসিয়াল বিবৃতির সঙ্গে মন্ত্রীর এই মন্তব্য পরস্পর-বিরোধী। ফলে বিতর্ক আরও জটিল হল বলে মত অনেকের। সরকারি বিবৃতিতে অ্যাপের বাধ্যতামূলক প্রি-ইনস্টলেশনের কথা বলা হয়েছে। যা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংক্রান্ত উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মঙ্গলবার, এই ইস্যুতে বিতর্ক তৈরি হতেই পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সংসদের বাইরে দফতরের মন্ত্রী সিন্ধিয়া বলেন, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী কল মনিটরিং সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করতে পারেন। আপনি যদি এটি আপনার ফোনে রাখতে চান, তবে রাখুন। আপনি যদি এটি মুছে ফেলতে চান, তবে তাও

করতে পারেন। তিনি আরও বলেন, যদি আপনি সঞ্চার সাথী না চান, তবে আপনি এটি মুছে ফেলতে পারেন। এটি ঐচ্ছিক... এটি গ্রাহক সুরক্ষার জন্য। সবার কাছে এই অ্যাপটি পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তাদের ডিভাইসে এটি রাখা বা না-রাখা ব্যবহারকারীর উপর নির্ভর করে, এটি অন্য যেকোনও অ্যাপের মতোই মোবাইল ফোন থেকে মুছে ফেলা যেতে পারে।

যদিও সিন্ধিয়া অ্যাপটি ঐচ্ছিক থাকবে বলে জানিয়েছেন, কিন্তু প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ওয়েবসাইটে সরকারের নিজস্ব বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, নির্দেশাবলি অবশ্যই পালন করতে হবে। এতে ফোন প্রস্তুতকারকদের অ্যাপটি আগে থেকে ইনস্টল করা আছে এবং এটি নিষ্ক্রিয় করা যাবে না তা নিশ্চিত করার জন্য টেলিকম সাইবার সিকিউরিটি নিয়মের বিধানগুলিও তুলে ধরা হয়েছে। সরকার বলেছে, নিশ্চিত করতে হবে যে আগে থেকে ইনস্টল করা সঞ্চার সাথী অ্যাপ্লিকেশনটি প্রথম ব্যবহার বা ডিভাইস সেটআপের সময় শেষ ব্যবহারকারীদের কাছে সহজে দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হয় এবং এর কার্যকারিতা নিষ্ক্রিয় বা সীমাবদ্ধ না হয়। যোগাযোগ মন্ত্রক স্মার্টফোন প্রস্তুতকারকদের সমস্ত নতুন ডিভাইসে সরকারের নিজস্ব সাইবার নিরাপত্তা অ্যাপ 'সঞ্চার সাথী' আগে থেকে ইনস্টল করার এবং ব্যবহারকারীরা যাতে সেটি মুছে না ফেলতে পারে তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। ১ ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত একটি আদেশে এই পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল এবং এটি গুরুতর গোপনীয়তার উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পরে, সাংবাদিক নিখিল পাহওয়ার এক্স (পূর্বে ট্যুইটার) পোস্টে যখন অফিসিয়াল নির্দেশনাটি পাওয়া যায়, তখন দেখা যায় যে এটি গত বছরের টেলিযোগাযোগ (টেলিকম সাইবার সিকিউরিটি) নিয়ম, ২০২৪-এর অক্টোবর ২০২৫-এর সংশোধনীর অধীনে ছিল।

সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে অ্যাপল তার স্মার্টফোনগুলিতে সরকার-স্বীকৃত সাইবার সুরক্ষা অ্যাপ প্রি-লোড করার আদেশ মেনে চলার পরিকল্পনা করছে না এবং এই বিষয়ে তারা তাদের উদ্বেগ নয়াদিল্লিকে জানাবে। ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশন একটি বিস্তারিত বিবৃতিতে লিখেছে যে এই নির্দেশ ব্যক্তিগত ডিজিটাল ডিভাইসের উপর নির্বাহী নিয়ন্ত্রণের এক তীব্র এবং গভীরভাবে উদ্বেগজনক সম্প্রসারণের প্রতিনিধিত্ব করে। সাংবাদিক সুহাসিনী হায়দার মন্তব্য করেছেন, এমনকী পেগাসাসও এর চেয়ে বেশি নিরীহ বলে মনে হচ্ছে।

হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও মনরেগা নিয়ে টালবাহানা কেন্দ্রের!

প্রশ্ন তুললেন মালা, সৌগত, রচনা, কীর্তি

নয়াদিল্লি : ফের বাংলাকে বঞ্চনা কেন্দ্রের। সেইসঙ্গে, বাংলার প্রাপ্য টাকা না দিতে নতুন করে টালবাহানা শুরু করল বিজেপি সরকার। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে মনরেগা প্রকল্পের টাকা ছাড়া নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্তি আজাদ ও সৌগত রায়ের প্রশ্নের জবাবে লোকসভায় কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী কমলেশ পাসোয়ান এবার জানিয়েছেন, কলকাতা হাইকোর্টের ১৮ জুন,২০২৫-এর নির্দেশের পর পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের কাজ আবার শুরু করার জন্য তাদের বিভাগ এখন নতুন করে নিয়মকানুন তৈরি করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শ্রম বাজেট বাড়ানোর আবেদন কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেনি। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের অজুহাত, রাজ্য সরকার তাদের দেওয়া নির্দেশগুলি মেনে চলেনি। এই কারণে ২০০৫ সালের মনরেগা আইনের ২৭ ধারা ব্যবহার করে ৯ মার্চ ২০২২ থেকে পশ্চিমবঙ্গের এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। ২৭ অক্টোবর,২০২৫-এ সেই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখে। এর ফলে, পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পটি আবার চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। অথচ বাংলা-বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষকে নিজেদের হকের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে জনবিরোধী রাজনীতির কুৎসিত নমুনা রাখছে।

এনআরইজিএ সফট থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের মোট বকেয়া টাকা (৮ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত) হল ৩,০৮২.৫২ কোটি টাকা। এর মধ্যে আছে ১,৪৫৭.২২ কোটি টাকা মজুরি বাবদ। ১,৬০৭.৬৮ কোটি টাকা উপকরণের জন্য এবং ১৭.৬২ কোটি টাকা প্রশাসনিক খরচের জন্য। তবে, এই টাকা ছাড়ার আগে কেন্দ্র সরকার তা ভাল করে যাচাই করে দেখবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন যে, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যেহেতু এখন কাজ আবার শুরু করার জন্য টাকা ছাড়ার পদ্ধতি, বকেয়া মজুরি আগে দেওয়া হবে কি না— এমন সব বিষয় নিয়ে নতুন করে নিয়ম তৈরি করা হচ্ছে, তাই ঠিক কত টাকা বকেয়া আছে (১৫ সেপ্টেম্বর,২০২৫) বা কবে নাগাদ এই টাকা ছাড়া হবে, সেই বিষয়ে এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ তোয়াক্কা করেই বাংলাকে বঞ্চিত করতে এখন নতুন নিয়মের 'ঢাল' সামনে রাখছে বিজেপি সরকার।

তৃণমূলের অভিযোগ, পেশ করা তথ্যে ভুল আছে। বাংলার পাওনা আরও অনেক বেশি। ভুল উত্তর দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্র।

অসাংবিধানিক, কীভাবে গোপনীয়তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে কেন্দ্র?

নয়াদিল্লি : সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থা নিয়েছে মোদি সরকার মঙ্গলবার এই ইস্যুতে বিতর্ক শুরু হতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী গোটা বিষয়টি ঐচ্ছিক বলে দাবি করতে থাকেন। এই নিয়ে ফের একবার মোদি সরকারকে নিশানা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ বলেন, সতর্কতার নামে রাষ্ট্রীয় নজরদারি! শুধু বড় ভাই নয়, অনেক ছোট ভাইও নজর রাখছে। নরেন্দ্র মোদি সরকার নিজেরাই সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ। কিন্তু তারা দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনে আক্রমণ করতে চায়। তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনাটাই চূড়ান্ত অসাংবিধানিক। দেশের নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার আছে। সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ কীভাবে করে মোদি সরকার? এই ভাবে আমজনতার ফোনে গায়ের জোরে অ্যাপ্লিকেশন লোড করিয়ে সাইবার ক্রাইম রোখা সম্ভব নয়। একই সুরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন বলেন, ২০১৪ সাল থেকেই বিরোধী শিবির-সহ আমজনতার উপরে নজরদারি করেছে সরকার। ওরাই পেগাসাস নিয়ে এসেছিল। ওরাই আধার কার্ড নিয়ে একাধিক নির্দেশ জারি করেছিল। ওদের মাথার ঠিক নেই। ওরা যা ইচ্ছে তা করতে পারে না। দেশের মানুষ ওদের সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

নজরদারি নিয়ে সরব তৃণমূল

আজ গাজোলে জনবিস্ফোরণ

(প্রথম পাতার পর)

বাংলা দখলের ছক করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে এককাট্টা মালদহ তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি বললেন, মালদহে ১২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৮টি আসন এখন তৃণমূলের দখলে রয়েছে। ২৬-এর নির্বাচনে ১২তে ১২ করব আমরা। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। আজ নেত্রীর সভায় জনবিস্ফোরণ হবে। জেলার চেয়ারম্যান চৈতালি সরকারকে যখন ফোনে ধরা গেল, তখনও তিনি গাজোলের সভা মাঠে শেষ মুহূর্তের তদারকিতে ব্যস্ত। সেখানে দাঁড়িয়েই জানালেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রতিরোধ্য থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষ করে মহিলারা এবার বিজেপিকে আরও ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন বাংলা ঘরের মেয়েকেই চায়। জেলার যুব সভাপতি তরুণ তুর্কি নেতা প্রসেনজিৎ দাস জানালেন, ২০২০ সালে আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদহে এসে বলেছিলেন, আমার আম ও আমসত্ত্ব দুটোই চাই। এবার আমরা বলছি, ২০২৬-এর নির্বাচনে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আম-আমসত্ত্ব-রসকদম্ব তিনটেই দেব। গাজোলে যেখানে সভা হবে সেখানে মতুয়া, আদিবাসী-সহ একাধিক জনগোষ্ঠীর বাস। রহিম বক্সি বললেন, এখানে প্রায় ২৮ শতাংশ মতুয়া আছেন। আজ এসআইআর-এর কারণে ওঁরা আতঙ্কে আছেন। আজ নেত্রী বরাভয় দেবেন। আজ নয়া ইতিহাস তৈরি হবে। লড়াইয়ের ময়দানে বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একবারে বেশি না খেয়ে, সারাদিনে অল্প করে, বারবার খান। চোখের খিদে নিয়ন্ত্রণ করুন। অনেক সময় পেট ভরা থাকলেও আমরা জাঙ্ক ফুড বা ভাজাভুজি খেয়ে ফেলি। সচেতনভাবে এটা এড়িয়ে যান। খাদ্যতালিকায় কার্ব সবচেয়ে কম রাখুন

খাই খাই নয়

‘দঙ্গল’-খ্যাত বলিউডি অভিনেত্রী ফতিমা সানা শেখ কিছুদিন ধরেই বেশ চর্চায়। জানা গেছে এক অদ্ভুত রোগে ভুগছেন তিনি। রোগটির নাম বুলিমিয়া। কী এই রোগ? কেন হয়? চিকিৎসাই বা কী? লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ভাল খাবার দেখলেই কি মনের ভিতর সুড়সুড়ি দেয়? শুরুতে মনে হয় আজ খুব অল্প খাব বিরিয়ানিটা কিন্তু খাওয়ার সময় সেইসব ভাবনা কোথায় যেন চলে যায়। দু প্লেট বিরিয়ানি, আট-দশ পিস মাংস শেষ করে ফেলেন! তারপরেই মনে এক ভীষণ অপরাধ বোধ শুরু হয় কেন খেলাম! ব্যাস তখন মনে হয় সবটা বমি করে বের করলেই বুঝি সেই অপরাধবোধটা কমবে, ওজনটা কমাতেই হবে। এটাই কি নিত্যদিনের ঘটনা? এমনটা হলে বুঝতে হবে ঘোরতর বিপদ। তখন একেবারে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারণ হতে পারে আপনি ‘বুলিমিয়া’য় আক্রান্ত।

এই মুহূর্তের বলিউডের চর্চিত অভিনেত্রী ফতিমা সানা শেখ। কয়েক বছর আগেই জানা গিয়েছিল তিনি নাকি মৃগী রোগে আক্রান্ত। ‘দঙ্গল’ ছবি-খ্যাত ফতিমা এখন আবার চর্চায় কারণ সম্প্রতি মুক্তি পাচ্ছে তাঁর নতুন ছবি ‘গুস্তাক ইশক’। সম্প্রতি জানা গেছে তাঁর নাকি রয়েছে বিরল একটি রোগ যার নাম ‘বুলিমিয়া’। ‘দঙ্গল’ ছবিটা করতে গিয়ে ফতিমাকে হাই ক্যালরি ডায়েট নিতে হত চরিত্রেরই প্রয়োজনে। ছবিটা শেষ হবার পর ওই অভ্যেসটা তিনি আর ছাড়তে পারেননি! অতিরিক্ত খেতেন এবং খাওয়ার পর ভীষণ রকম অপরাধবোধে ভুগতেন। আবার সেটা লুকনোর চেষ্টা করতেন। নিজেকে দোষারোপ করতেন। অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন মানসিকভাবে। তখন ফতিমা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় এখন তিনি সমস্যা-মুক্ত।

বুলিমিয়া কী

বুলিমিয়া নার্ভোসা, যা বুলিমিয়া নামেও পরিচিত, গ্রিক শব্দ 'boulimia' থেকে এসেছে। এটা একধরনের ইটিং ডিজ়অর্ডার। এই ইটিং ডিজ়অর্ডার মূলত দু’ধরনের হয়— অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা আর বুলিমিয়া নার্ভোসা। প্রিন্সেস অফ ওয়েলস ডায়ানারও নাকি এই বুলিমিয়া রোগটি ছিল। আগে এই রোগ পশ্চিমি দেশেই দেখা যেত বেশি।

এখন আমাদের দেশেও ভালই মিলছে বুলিমিয়া রোগী। বুলিমিয়ার রোগী একটা নির্দিষ্ট সময়ে অনেকটা খাবার খেয়ে ফেলে। একসঙ্গে বড় দু-তিন বড় প্যাকেট বিস্কিট বা বড় দু-তিনটে আইসক্রিমের বার বা বড় এক বা দু পাউন্ডের একটা কেক, বড় চকোলেটের দু তিনটে প্যাকেট খেয়ে ফেলে। এখানেই শেষ নয় সেই খাবারটা বেশি খেয়ে ফেলার কারণেই আবার অপরাধবোধে ভোগে এবং বিভিন্ন উপায়ে সেই অতিরিক্ত খাবারটা শরীর থেকে বের করে ফেলার প্রবল চেষ্টা করে। এই চেষ্টা করতে গিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার প্রচেষ্টা, কখনও ল্যাক্সেটিভ জাতীয় ওষুধ খেয়ে ফেলে যাতে মলের সঙ্গে বাড়তি খাবার বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। আবার কখনও ডায়ুরেটিক ওষুধ খেয়ে ইউরিনের মাধ্যমে খাবারটা বের করে দেবার চেষ্টা করে। কখনও অনেকটা খাবার একদিনে খেয়ে নেবার পর দু’দিন খাওয়া বন্ধ করে দেয়। একে বলা হয়, ‘কমপেনসেটরি বিহেভিয়ার’। এমন তো, অনেকেই করেন! তাহলেও বুলিমিয়ার সঙ্গে তফাতটা বুঝতে হবে। কেউ যদি মাসে একবার অনেকটা খেয়ে নানা ভাবে সেটার কমপেনসেট করার চেষ্টা করেন, তাকে কিন্তু বুলিমিয়া বলা চলে না। একটানা সপ্তাহে দু-তিনবার করে এমন ঘটতে থাকলে এবং তিন-চারমাস বিষয়টা চললে সেটাই বুলিমিয়া। এই বুলিমিয়া ধীরে ধীরে কম থেকে বেশির দিকে যায়। অর্থাৎ মডারেট থেকে সিভিয়র। সিভিয়র হলে দিনে দু-তিনবার এমনটা ঘটতেই পারে।

উপসর্গ

- পুরুষের চেয়ে কমবয়সি মেয়েদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি দেখা দেয়। বুলিমিয়া অল্পবয়সি শিশুদের মধ্যে খুব দেখা যায়।
- বমি হয় বারংবার এর ফলে পাকস্থলীতে অ্যাসিড ক্ষরণ হয় এর ফলে দাঁতের এনামেলের তীব্র ক্ষয় হয়, দাঁত নষ্ট হয়ে যায়।
- ক্রনিক ডিহাইড্রেশন হয়, শরীরে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হতে শুরু করে।
- গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল জটিলতা শুরু হয় যেমন অ্যাসিড রিফ্লাক্স, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্টমাক পেন ইত্যাদি।
- আত্মবিশ্বাসের অভাববোধ হয়। সারাক্ষণ নিজের ওজন এবং আকৃতি নিয়ে মানসিক ব্যস্ততা থাকে।
- বুলিমিয়ার জন্য, যেমন অবসাদ আসে আবার তেমনই মানসিক অবসাদ থেকে বুলিমিয়া হতে পারে। ফলে কেউ কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন আবার কেউ খুব ধার-দেনায় জর্জরিত হয়ে পড়েন।
- মেজাজের পরিবর্তন হয় ঘন ঘন। বিষণ্ণতা আসে, উদ্বেগ, ক্লান্তি তৈরি হয়। কখনও কখনও বুলিমিয়ার রোগী নিজেরও ক্ষতি করে বসেন। কারণ এঁদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা দেয়।
- এঁরা ইমপালসিভ আচরণ করে ফেলেন। রোগ বাড়তে থাকলে রোগের উপসর্গ বাড়তে থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম রোগী করতে পারেন না।

অ্যানোরেক্সিয়া ও বুলিমিয়ার তফাত

অ্যানোরেক্সিয়া আক্রান্তের সহজ সংজ্ঞা হল ওজন কমানোর বাতিক। এটাও ইটিং-ডিজর্ডার। খাওয়াদাওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া। নিজের চেহারা ও ওজন নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগা। এই মানসিক সমস্যায় কিছু খেলেই ব্যক্তি ভাবেন যে ওজন বাড়বে। সেটাই একটা সময় আতঙ্কে পরিণত হয়। মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ বাড়তে থাকে। অ্যানোরেক্সিয়ায় ওজন ভয়ঙ্কর কমে যায়। তাই এই রোগীদের দেখে রোগ সম্বন্ধে অনেকটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু বুলিমিয়া দেখে চট করে বোঝা যায় না। ফলে বুলিমিয়া চট করে ডায়গনোসিস হয় না।

চিকিৎসা

বুলিমিয়ার চিকিৎসায় ওষুধপত্রের পাশাপাশি কাউন্সিলিং খুব জরুরি। রোগের মাত্রা অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। কারণ বুলিমিয়ার লক্ষণ বাড়তে থাকলে শারীরিক নানা অসুবিধেও শুরু হয়। কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি— অর্থাৎ রোগীর চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করা। কথা বলে জেনে নিয়ে সেইমতো চিকিৎসা করা হয়। তবে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি কার্যকর হতে সময় লাগে। তাই রোগের মাত্রা দ্রুত কমানোর জন্য অ্যান্টি ডিপ্রেস্যান্ট জাতীয় ওষুধ দিলে দ্রুত কাজ হয়। শুধু ডোজ়টা একটু বেশি দেওয়ার দরকার। সাধারণত ওষুধের প্রয়োজন তখনই হয়, যখন সাধারণ থেরাপি কাজ করে না।

মানসিক অবসাদে ভুগছেন, অধিনায়ক রোনাল্ড আরাউজোকে অনির্দিষ্টকালের ছুটিতে পাঠাল বার্সেলোনা

ভারতীয় দলকে বদলে দিয়েছে রোহিত-বিরাট

রাঁচির হারের পর স্বীকার করছেন বাভুমা

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার বিরুদ্ধে আগেও বহুবার খেলেছেন। এটা তাঁদের কাছে কোনও নতুন ব্যাপার নয়। জানাচ্ছেন টেম্বা বাভুমা। তবে রো-কো'র উপস্থিতি যে ভারতীয় শিবিরকে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি একদিনের সিরিজকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে, সেটা একবাক্যে স্বীকার করছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক।

টেস্টে সিরিজে ভারতীয়দের হোয়াইটওয়াশ করলেও, পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে প্রোটিয়া বাহিনী। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে এসে বাভুমা বলেছেন, রোহিত-বিরাট যোগ দেওয়াতে ভারতীয় দলের মনোবল বেড়েছে। মাঠের মধ্যে ওদের অনেক বেশি উজ্জীবিত দেখাচ্ছে। ওরা দু'জনেই গ্রেট প্লেয়ার। বিপুল অভিজ্ঞতার পাশাপাশি অসাধারণ নৈপুণ্য রয়েছে। এতে দল তো উপকৃত হবেই।

বাভুমা আরও বলেছেন, ওদের বিরুদ্ধে আগেও অনেকবার খেলেছি। কখনও হেরেছি। আবার কখনও জিতেছি। মনে পড়ছে, ২০০৭ টি-২০ বিশ্বকাপে রোহিত যখন খেলছিল, তখন আমি স্কুলে পড়ি। আমি যেটা বলতে চাইছি, এতগুলো বছর ধরে ওরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রয়েছে। দু'জনেই ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার। ওদের উপস্থিতিতে এই সিরিজটা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

রাঁচিতে খেলেননি, রায়পুরে খেলবেন বাভুমা। প্রস্তুতি চলছে তারই।

রাঁচিতে বাভুমা খেলেননি। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। ভারত প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, স্কোরবোর্ডে প্রায় সাড়ে তিনশোর রান তুলে ফেলেছিল। বাভুমা অবশ্য বলে গেলেন, রাঁচিতে পরের দিকে প্রচুর শিশির পড়ছিল। তাই টস জিতে প্রথম বল করার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল। রান তাড়া করতে নেমে, আমরাও প্রায় লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম। মাত্র ১৭ রানে ম্যাচ হেরেছি। তাই দু'দলের ব্যাটিংয়ে খুব বেশি ফারাক ছিল না। তবে ভারত ভাল খেলে জিতেছে। ওদের দুই গ্রেট (রোহিত-বিরাট) দুর্দান্ত ব্যাট করেছিল। তবে আমরাও খুব একটা পিছিয়ে ছিলাম না।

মাঠেই হার্দিককে ঘিরে ভক্তদের উচ্ছ্বাস। (ডানদিকে) সেঞ্চুরির পর বৈভব।

বৈভবের তাণ্ডব, বিধ্বংসী হার্দিকও

প্রতিবেদন : প্রথম তিন ম্যাচে রান পাননি। মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঝোড়ো সেঞ্চুরি করে ফের স্বমহিমায় বৈভব সূর্যবংশী। ৬১ বলে ১০৮ রানে অপরাজিত থাকে সে। ১৪ বছরের কিশোরের ইনিংসে সাতটি চার ও সাতটি ছক্কা। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফিতে কনিষ্ঠতম ব্যাটসম্যান হিসেবে সেঞ্চুরি করার নজির গড়ল বৈভব। তবে বৈভবের তাণ্ডবেও ম্যাচ হারল বিহার। একই দিনে প্রত্যাবর্তন ম্যাচে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে বরোদাকে জিতিয়ে হার্দিক বুঝিয়ে দিলেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। হার্দিকের ইনিংসে ম্লান অভিষেক শর্মার (১৯ বলে ৫০) ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরিও। বরোদার অলরাউন্ডারের ব্যাট থেকে আসে ৪২ বলে অপরাজিত ৭৭ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজ মাথায় রেখে হায়দরাবাদে বরোদার ম্যাচে হার্দিকের ফিটনেসের দিকে নজর ছিল নির্বাচকদের। এশিয়া কাপ ফাইনালের আগে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন হার্দিক। রিহ্যাব সেরে এদিন মুস্তাক আলির ম্যাচ খেলতে নামেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। বল হাতে বিরাট কিছু করতে পারেননি। ৪ ওভারে ৫২ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন হার্দিক। তবে হার্দিকের পারফরম্যান্স স্বস্তি দেবে সূর্যকুমার যাদবদের। ম্যাচে অভিষেকের পাঞ্জাবের করা ২২২ রান হার্দিকের দাপটে বরোদা তুলে দেয় পাঁচ বল বাকি থাকতেই।

উইলিয়ামসন ৫২

ক্রাইস্টচার্চ : প্রায় এক বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেই হাফ সেঞ্চুরি কেন উইলিয়ামসনের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে মঙ্গলবার তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে, ১০২ বলে ৫২ রান করে আউট হন তিনি। উইলিয়ামসনের হাফ সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে দিনের শেষে ৯ উইকেটে ২৩১ রান তুলেছে নিউজিল্যান্ড। উইলিয়ামসন ছাড়া কিউয়িদের হয়ে উল্লেখযোগ্য রান পেয়েছেন মিচেল ব্রেসওয়েল (৪৭)।

জয়ী বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম : তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারাল বাংলাদেশ। মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে, ১৯.৫ ওভারে মাত্র ১১৭ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল আইরিশরা। মুস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন তিনটি করে উইকেট দখল করেন। অপরাজিত ৫৫ রান করে ম্যাচের সেরা হন তানজিদ হাসান। তানজিদকে সঙ্গ দেন পারভেজ হোসেন (অপরাজিত ৩৩)। ১৩.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১১৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলাদেশ।

আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন ম্যাক্সওয়েল

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর : আইপিএল নিলামের দু'সপ্তাহ আগে সরে দাঁড়ালেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। সমাজমাধ্যমে আবেগঘন বার্তায় অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার লেখেন, অবিস্মরণীয় কিছু আইপিএল মরশুমের পর আমি এ বছরের নিলামে নিজের নাম না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা খুব বড় সিদ্ধান্ত। এই লিগ আমাকে যা দিয়েছে, তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আইপিএল আমাকে একজন ক্রিকেটার এবং মানুষ হিসেবে উন্নতি করতে সাহায্য করেছে। বছরের পর বছর আমাকে সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ।

আইপিএলের মিনি নিলামের জন্য খেলোয়াড় তালিকা চূড়ান্ত। ১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবিতে নিলাম। বিসিসিআই এখনও সরকারি ঘোষণা না করলেও জানা গিয়েছে, ২০২৬ আইপিএলের নিলামের জন্য ১৩৫৫ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন। সেখানে নাম নেই ম্যাক্সওয়েলের। সাম্প্রতিক সময়ে ম্যাক্সওয়েলের যা ফর্ম, তাতে এবারের নিলামে তাঁকে কিনতে খুব বেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি আগ্রহী হত না। এটা বুঝেই হয়তো নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। নিলাম থেকে সরে দাঁড়িয়েছে মঈন আলিও।

৪৫ জন ক্রিকেটার ২ কোটি টাকা ন্যূনতম বেস প্রাইসে নথিভুক্ত হয়েছেন। সর্বোচ্চ বেস প্রাইসের তালিকায় মাত্র দুই ভারতীয় ক্রিকেটার ভেঙ্কটেশ আইয়ার এবং রবি বিষ্ণোই রয়েছেন। নথিভুক্ত বিদেশিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ক্যামেরন গ্রিন, স্টিভ স্মিথ, লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, ডেভিড মিলার, মাথিশা পাথিরানা, জস ইংলিশ, লুঙ্গি এনগিডি, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, আনরিখ নর্খিয়ার মতো তারকারা।

প্রয়াত রবিন

পারথ, ২ ডিসেম্বর : ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান রবিন স্মিথ প্রয়াত। ৬২ বছর বয়সি স্মিথ পারথে নিজের বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মানো এই ক্রিকেটার ইংল্যান্ডের হয়ে ৬২ টেস্টে ৯টি সেঞ্চুরি-সহ ৪২৩৬ রান করেছেন। ব্যাটিং গড় ৪৩.৬৭। ৭১টি একদিনের ম্যাচে ৪টি সেঞ্চুরি-সহ করেছেন ২৪১৯ রান। গড় ৩৯.০১। আশি ও নব্বই দশকে দ্রুতগতির বোলিং সামলানোয় খ্যাতি ছিল ইংল্যান্ডের এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের। ১৯৯৪ সালে অ্যান্টিগা টেস্টে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৭৫ রান স্মিথের কেরিয়ারের সর্বোচ্চ। চুলের ছাঁটের জন্য 'জাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে অবসর নেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। হ্যাম্পশায়ার কাউন্টিতে স্মিথের প্রাক্তন সতীর্থ কেভান জেমস তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। শোকের ছাড়া ক্রিকেটমহলে।

নেই খোয়াজা, স্মিথের বিশেষ প্রস্তুতি ব্রিসবেনে

সেই বিশেষ টেপ।

ব্রিসবেন, ২ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ব্রিসবেন শুরু হচ্ছে অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্ট। কিন্তু তার আগেই ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। উসমান খোয়াজার পিঠের চোট পুরোপুরি সারেনি। তাই দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন বাঁ হাতি ওপেনার।

মঙ্গলবার নেটে ৩০ মিনিট ব্যাট করেছিলেন খোয়াজা। কিন্তু ড্রেসিংরুমে ফেরার পর ফের পিঠের যন্ত্রণা শুরু হয় তাঁর। এর পরেই তাঁর ছিটকে যাওয়ার খবর আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। এদিকে, টেস্ট শুরুর দু'দিন আগেই প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। দলে একটাই পরিবর্তন। হাঁটুর চোটে ছিটকে যাওয়া মার্ক উডের বদলে এসেছেন উইল জ্যাকস। অন্যদিকে, ব্রিসবেন টেস্টে দু'চোখের নিচে বিশেষ ধরনের একটি টেপ লাগিয়ে মাঠে নামবেন স্টিভ স্মিথ। নীল রংয়ের এই টেপ অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ট্রিপস নামে পরিচিত। ফ্লাডলাইডে খেলার সময় যাতে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে না যায়, তাই ক্রীড়াবিদরা এই টেপ চোখের নিচে লাগিয়ে থাকেন। এর ফলে আলো সরাসরি প্রতিফলিত হয় না। দৃশ্যমানতা ভাল থাকে। তবে ক্রিকেটে এই বিশেষ টেপ লাগিয়ে খেলার উদাহরণ খুব বেশি নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ব্যাটার শিবনারায়ণ চন্দ্রপল অবশ্য এই টেপ লাগিয়ে খেলতেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুস্তাক আলি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৩৬ রানে ৩ উইকেট ও ১০ বলে ১৬ রান অর্জুন তেন্ডুলকরের

মাঠে ময়দানে

3 December, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

জট খুলতে আজ মেগা বৈঠক

আইএসএলের বিকল্প লিগেরও খসড়া তৈরি

প্রতিবেদন : আজ বুধবার বহু প্রতীক্ষিত সেই মেগা বৈঠক। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের চরম ব্যর্থতার কারণেই আইএসএল এবং আই লিগ নিয়ে অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। রাজধানীতে বুধবারের বৈঠকে ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করবেন। দুপুর থেকে ধাপে ধাপে রয়েছে বৈঠক। আইএসএল এবং আই লিগে ক্লাবগুলির প্রতিনিধিরা বুধবার সকালের মধ্যে দিল্লি পৌঁছে যাবেন। সূত্রের খবর, শুধুমাত্র এই মরশুমের জন্য আইএসএল আয়োজনের একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সরকার। এফএসডিএল নিজেদের শর্তে আইএসএল আয়োজনের সুযোগ না পেলে তারা নিজেদের স্বার্থক্ষুণ্ণ করে লিগ চালাবে না। সেটা আপাতত অস্থায়ী ব্যবস্থা হলেও। সেক্ষেত্রে এই বছর আইএসএলের ধাঁচে বিকল্প নতুন লিগ আয়োজনের প্রস্তাবও ক্লাবগুলির সামনে তুলে ধরা হবে।

জানা গিয়েছে, বিকল্প নতুন লিগের খসড়াও তৈরি। বুধ-বৈঠকে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সামনে সেই খসড়া নিয়েও আলোচনা হতে পারে। তবে নতুন লিগের প্রস্তাব তখনই দেওয়া হবে, এফএসডিএলের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রকের আলোচনা যদি ইতিবাচক না হয়। প্রথমে দুপুর দেড়টায় আইএসএলের ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর ২.১৫তে আই লিগের ক্লাবগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসবে ক্রীড়ামন্ত্রক। এরপরই আগ্রহী বিডারদের মধ্যে সবার আগে দুপুর ৩টের সময় এফএসডিএল-এর সঙ্গে বৈঠক করবে ক্রীড়ামন্ত্রক। ক্লাবেদের মতামত জেনেই এফএসডিএলের সঙ্গে আলোচনা। ক্রীড়ামন্ত্রকের প্রস্তাবিত সমাধানসূত্রে এফএসডিএল সম্মতি দিলে জটিলতা সহজেই কেটে যাবে। আইএসএল করার জন্য সব দিক থেকে তৈরি হয়েই রয়েছে এফএসডিএল। কিন্তু তারা রাজি না হলে তখনই বিকল্প লিগের বিষয়টি সামনে আসবে। নতুন লিগ চাইছে জিন্দাল গ্রুপ। তিন প্রধানের সম্মতিও নাকি আদায় করেছে তারা। মিটিংয়ের শেষ পর্বে আগ্রহী বাকি বিডার, সম্প্রচারকারী সংস্থা এবং সব শেষে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে একযোগে আলোচনায় বসবে ক্রীড়ামন্ত্রক। মোহনবাগানের সিইও বিনয় চোপড়া, ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর কর্তা বৈঠকে থাকবেন। লিগের রূপরেখা জানাতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে।

বিশ্ব স্কুল ভলিবলে বাংলার ৪ কন্যাশ্রী

প্রতিবেদন : আগামী ৪ থেকে ১৩ ডিসেম্বর, ইন্টারন্যাশনাল স্কুল স্পোর্টস ফেডারেশনের (আইএসএফ) পরিচালনায় অনূর্ধ্ব ১৫ বালিকাদের ওয়ার্ল্ড স্কুল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসবে চিনে। ১৪ জনের ভারতীয় স্কুল ভলিবল দলে রয়েছে বাংলার চার কন্যাশ্রী। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অভিষিক্তা পাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সারণ্য ঘোষ, হুগলি জেলার রূপকথা ঘোষ ও সহেলি সামন্ত।

২০১৭ সালে খেল সম্মাননা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, খেলাটাকে বিদ্যালয় স্তরে নিয়ে যেতে হবে। এর জন্য পাঁচ বছর সময় লাগবে। এই পাঁচ বছরে বিদ্যালয়স্তরে খেলাধুলার ক্ষেত্রে অনেকটাই বাংলা এগিয়েছে। তাই জাতীয় স্কুল গেমসে বাংলা সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে। ভলিবল থেকে টেবিল টেনিস, ভারোত্তোলন থেকে যোগাসন-- সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে বাংলা। বাংলার খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষাকে স্কুল পাঠক্রমে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১০০ বিশ্বকাপ জিতুক ভারত

হার্দিকের শহরে খোলামেলা ধোনি

বরোদা, ২ ডিসেম্বর : নিজে অধিনায়ক হিসাবে দেশকে দু-দু'টি বিশ্বকাপ উপহার দিয়েছেন। সেই মহেন্দ্র সিং ধোনি চান, ভারত যেন ১০০টি বিশ্বকাপ জেতে! মঙ্গলবার বরোদায় একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ধোনি। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, শুধু আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপ বা ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপই নয়। ঈশ্বর করুন, ভারত যেন ১০০টি বিশ্বকাপ জেতে। কারণ একজন ক্রিকেটারের জীবনে বিশ্বকাপ জেতার থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছুই হয় না।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও, ৪৪ বছর বয়সেও আইপিএল খেলছেন ধোনি। গত কয়েকটা মরশুম হাঁটুর চোট ভুগিয়েছিল ক্যাপ্টেন কুলকে। যদিও সেই চোট সমস্যা কাটিয়ে উঠেছেন বলেই খবর। নিজের শহর রাঁচিতে থাকলে, নিয়ম করে ব্যাডমিন্টন খেলেন। জিমও করেন নিয়মিত। নেটে ব্যাটও করেন মাঝমধ্যে। তাই আগের থেকে ধোনি এখন অনেক বেশি ফিট। আসন্ন আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে সেরাটা দেওয়ার প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করে দিয়েছেন।

করণের সেঞ্চুরিতে লড়াকু জয় বাংলার

প্রতিবেদন : সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্টে বাংলাকে জয়ের সরণিতে ফেরাতে মুখ্য ভূমিকা নিলেন করণ লাল। প্রতিপক্ষের ২০৯ রান তাড়া করতে নেমে ৫০ বলে ১১৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস উপহার দেন বাংলার তরুণ ওপেনার। করণের সেঞ্চুরির সুবাদেই হিমাচলকে ৫ উইকেটে হারিয়ে নক আউটে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলা। পাঞ্জাব এদিন হেরে যাওয়ায় ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল বঙ্গব্রিগেড। সমান পয়েন্টেই নেট রান রেটে এগিয়ে শীর্ষে গুজরাত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে করণ।

অনেকদিন পর মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমারকে একসঙ্গে খেলাতে পেরেছিল বাংলা। হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে পিচ এতটাই ব্যাটিং সহায়ক ছিল যে, পেসাররা সুবিধা আদায় করতে পারেনি। তবু শামি ভাল বোলিং করেন। ৪ ওভারে ৩১ রান দিয়ে ১ উইকেট পান। চোট সারিয়ে ফিরে এক উইকেট মুকেশের দখলে। তবে আকাশ দীপ অনেক রান দিয়ে ফেলেন। তিন উইকেট শাহবাজ আহমেদের।

২০৯ রান তাড়া করতে নেমে করণ ও অভিষেক পোড়েল ওপেনিং জুটিতেই ৭ ওভারেই ১০৫ রানের জুটি গড়ে জয়ের ভিত গড়ে দেন। অভিষেক (৪১) ফিরলেও দুরন্ত ইনিংস খেলে বাংলাকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন করণ। তাঁর ১১৩ রানের ইনিংসে ৮টি চার ও ১০টি ছক্কা। সুদীপ ঘরামি (৮ বলে ১৮ অপরাজিত) ও আকাশ দীপেরও (৫ বলে ১৭ অপরাজিত) অবদান রয়েছে দলের জয়ে। চার বলে চারটি বাউন্ডারি মেরে জয় নিশ্চিত করেন আকাশ দীপ।

আইনি চিঠি আনোয়ারের

প্রতিবেদন : এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে ঝুলে রয়েছে আনোয়ার আলিকে নিয়ে মামলা। মোহনবাগানের পদক্ষেপের পর এবার ফেডারেশনকে আইনি নোটিশ ধরালেন আনোয়ারের আইনজীবী। আনোয়ারের বক্তব্য, দীর্ঘ দিন ধরে এটা নিয়ে টানাপোড়েন চলায় সম্মানহানি হচ্ছে তাঁর।
এআইএফএফ-এর অ্যাপিল কমিটি এতদিনে কোনও শুনানির ব্যবস্থা করতে পারেনি। কয়েকদিন আগেই ফেডারেশনের গড়িমসি নিয়ে ফিফাকে কড়া চিঠি পাঠিয়েছিল মোহনবাগান। সম্প্রতি তার জবাবও দিয়েছে ফিফা। প্রয়োজনে আনোয়ার ইস্যুতি হস্তক্ষেপ করার ইঙ্গিতও দিয়েছিল বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। এবার আনোয়ারের চিঠিতে আরও চাপ বাড়ল ফেডারেশনের। জানা গিয়েছে, কোরাম গঠন করতে ব্যর্থ হওয়ায় শুনানির দিন ধার্য করা যায়নি।

প্রস্তুতি আলবার্তোর, ফুরফুরে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তায় দুই মেরুতে দুই প্রধান। গোয়ায় সুপার কাপের সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গলের সামনে পাঞ্জাব এফসি। অন্যদিকে, এক মাস অনুশীলন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছে মোহনবাগান। এদিন অনুশীলনে যোগ দেন বাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ। দলের সঙ্গে চুটিয়ে ট্রেনিং করেন। বুধবার অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা দিমিত্রি পেত্রাতোসের।

মাঠে আলবার্তো।

রশিদদের মহড়া।

মোহনবাগান ম্যাচ খেলতে না পারলেও ইস্টবেঙ্গলের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। গোয়ার মাঠে সুপার কাপ সেমিফাইনালের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। খোশমেজাজে বিপিন সিং, মিগুয়েলরা। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে নামার আগে নিজেদের অস্ত্রগুলিকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন কোচ অস্কার ব্রুজো। লেফট ব্যাক জয় গুপ্তা অনুশীলনে গোড়ালিতে চোট পাওয়ায় দু'দিন অনুশীলন করেননি। মঙ্গলবার মাঠে এলেও রিহ্যাব করেন। সেমিফাইনালে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

অগস্ত্যর লড়াই

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফি এলিট পর্বে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়ার পরেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বাংলা। ছত্তিশগড়ের ১৭৫ রানের জবাবে মঙ্গলবার বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৪৫ রানে। অগস্ত্য শুক্লা সবাধিক ৫৭ রান করেন। আশুতোষ কুমার ২৩ রান করেন। কুশল গুপ্ত ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ছত্তিশগড়ের রান ৪ উইকেটে ১২৯।

রোহিত-বিরাটকে ড্রেসিংরুমে চান গম্ভীরের দুই প্রিয়পাত্র হর্ষিত আর তিলকও

নজরে সেই রো-কো, আজ জিতলেই সিরিজ

বাঁদিকে রোহিত, ডানদিকে বিরাট। রায়পুরে দ্বিতীয় ম্যাচে মঙ্গলবার ভারত মুখোমুখি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার।

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : রাঁচিতে ১-০ করে ফেলার পর ভারত বুধবার রায়পুরে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নামছে। শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট মোটামুটিভাবে ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি। ফলে রাঁচির পর আরেকটা হাই স্কোরিং ম্যাচ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা আজ।

বিরাট-রোহিতরা শহরে পা রাখার পর থেকে ক্রিকেট উন্মাদনা আরও বেড়ে গিয়েছে। নব রায়পুরের এই মাঠে ৬৫ হাজার লোক ধরে। শহরের মানুষজন টিকিটের খোঁজে রয়েছেন অনেক দিন ধরে। রাঁচিতে বিরাট-রোহিত রান করে দেওয়ার পর ম্যাচের এই গুরুত্ব বেড়েছে। সিডনি ও রাঁচিতে পরপর দুই ম্যাচে রান করেছেন দুই ভেটারেন বিরাট ও রোহিত। রায়পুরেও সেরকম কিছু চান স্থানীয় ক্রিকেট অনুরাগীরা।

২০২৫-এ হোম সিরিজে এখানেই প্রথম ম্যাচ হয়েছিল। এবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। আগের ম্যাচে অনেক রান ওঠার পর এখানেও সেটা হবে কিনা প্রশ্ন রয়েছে। এখন উইকেটের যা চেহারা তাতে পেস এবং স্পিনাররা যেমন সুবিধা পাবেন, তেমনই ব্যাটাররাও রান করতে পারেন। প্রথম দিকে পেসাররা সুবিধা পাবেন। আর পরে স্পিনাররা। ২৭০-২৮০ রান এই মাঠে চ্যালেঞ্জিং স্কোর বলে মনে করা হচ্ছে।

সমস্যা অবশ্য তবু আছে। সেট শিশির নিয়ে। রাতের দিকে রায়পুরে এই উপদ্রব আছে। সেক্ষেত্রে পরে বল করা দলের জন্য মুশকিল হতে পারে। তাই টসে জিতলে দুটো দলই আগে বল করে নিতে চাইবে। যাতে শিশিরে ভেজা বল নিয়ে হাত ঘোরাতে না হয়। তবে ভারতীয় দলের আবার রান তাড়া করার অভ্যেস আছে। তাই কেএল রাহুল টসে জিতলে আগে বল করে নিতে পারেন।

রাঁচিতে বিরাটের সেঞ্চুরি ও রোহিতের হাফ সেঞ্চুরি ড্রেসিংরুমের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বদলে দিয়েছে। টেস্ট সিরিজ জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকাকে দেখে মনে হচ্ছে তারা একটু চাপে রয়েছে। রাঁচিতে সাড়ে তিনশো রান তাড়া করতে গিয়ে তারা শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাতেও ১৭ রানে হার ঠেকাতে পারেনি। এবার অবশ্য টেম্বা বাভুমা ও কেশব মহারাজ দলে ফিরবেন। বাভুমা টেস্ট সিরিজে খুব ভাল ফর্মে ছিলেন।

প্রশ্ন হল এই ম্যাচে ভারতীয় দলে কোনও পরিবর্তন হবে কিনা। ঋতুরাজ গায়কোয়াড় এতদিন বাদে দলে ফিরে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁকে এখানেও হয়তো খেলানো হবে। কিন্তু ঋষভ পন্থকে খেলানোর ভাবনাও রয়েছে। তবে তেমন সম্ভাবনা বাস্তব নাও হতে পারে।। তবু ঋষভ খেললে বসতে হবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে। রাঁচিতে তাঁর বোলিংয়ের দরকারই পড়েনি। ফলে ব্যাটিং শক্তিশালী করতে ঋষভকে ভাবা যেতেই পারে।

রাঁচিতে কুলদীপের চার উইকেটের পাশে ভাল বল করেছিলেন হর্ষিত রানা। এদিন তিনি বলেছেন, তাঁকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এত লেখালেখি হলেও তিনি এসব দেখেন না। কারণ দেখলে ম্যাচে ভাল বল করতে পারতেন না। এরপর তিনি যোগ করেন, আমি শুধু এটা ভেবে নিই যে ম্যাচে আমাকে কেমন বল করতে হবে। মাঠের বাইরে কী হচ্ছে বা কে কী বলছে তাতে পরোয়া করি না। মাঠে আমাকে কী করতে হবে শুধু সেদিকে ফোকাস করি। সেজন্য পরিশ্রম করে যাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য এটা ডু অর ডাই ম্যাচ। আবার হারলে একদিনের সিরিজ হাতছাড়া হবে। যেহেতু এটা তিন ম্যাচের সিরিজ। টেস্ট সিরিজ ২-০-তে জেতার পর একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে তারা পরাস্ত হয়েছে। তাই বাভুমাদের এখন এটা দেখাতে হবে যে তারা সাদা বলের ক্রিকেটেও কম যান না। সবমিলিয়ে রায়পুরের ম্যাচ এখন সিরিজের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে।

বোর্ডের অনুরোধে হাজারে ট্রফিতে খেলবেন বিরাট

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর : বিসিসিআইয়ের সম্মান রাখার জন্য ১২ বছর পর রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লির হয়ে মাঠে নামেছিলেন। কিন্তু বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে রাজি ছিলেন না বিরাট কোহলি! অবশেষে বরফ গলেছে। মঙ্গলবার দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, বিজয় হাজারে ট্রফির অন্তত দুটো ম্যাচ বিরাট খেলবেন। সংস্থার সচিব অশোক শর্মা দাবি করেন, বিরাট সংস্থার সভাপতি রোহন জেটলিকে জানিয়েছে, ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবে। ২৪ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ও ২৬ ডিসেম্বর গুজরাটের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবেই বিজয় হাজারে ট্রফির দুটি ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছেন বিরাট।

এর আগে এই বিষয়ে চরম অস্বস্তিতে ছিলেন বোর্ড কর্তারা। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় থাকার জন্য ঘরোয়া পঞ্চাশ ওভারের টুর্নামেন্ট, বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতেই হবে। এই বার্তা দিয়েছিল বিসিসিআই। মূলত ম্যাচ ফিট থাকার জন্যই এই নিদান দিয়েছে বোর্ড। কিন্তু রোহিত শর্মা এতে সম্মত হলেও বেঁকে বসেছেন বিরাট। এই প্রসঙ্গে এক বোর্ড কর্তার জানিয়েছিলেন, বিজয় হাজারেতে খেলতে রাজি নয় বিরাট। রোহিত অবশ্য খেলবে বলেই জানিয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, একজনকে ছাড় দিলে, বাকিদের কাছে খুব খারাপ বার্তা যাবে? চেষ্টা চলছে যাতে বিরাট অন্তত বিজয় হাজারের দু'টি ম্যাচ খেলে।

রাঁচিতে সেঞ্চুরির পর ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার হাতে বিরাট সাফ জানিয়েছিলেন, আমি কখনও মাঠের প্রস্তুতিতে বিশ্বাস করি না। আমার কাছে মানসিক প্রস্তুতিটাই আসল। আমি প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করি। যতক্ষণ আমার শরীর ঠিক আছে, মানসিক তীক্ষ্ণতা রয়েছে, ততক্ষণ জানি আমি ঠিক আছি। এখন আমার বয়স ৩৭। এভাবেই এতগুলো বছর খেলে এসেছি। সেদিন বিরাটের এই কথাগুলো ছিল, কার্যত বোর্ডের নীতির পাল্টা।

আমি হলে সবার আগে দায় নিতাম

কোচের দিকেই তির শাস্ত্রীর

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর : টেস্ট ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক ব্যর্থতার ১০০ শতাংশ দায় কোচ গৌতম গম্ভীরের। চাঁচাছোলা ভাষায় জানালেন রবি শাস্ত্রী। একধাপ এগিয়ে শাস্ত্রীর দাবি, গম্ভীরের জায়গায় তিনি কোচের দায়িত্বে থাকলে, যাবতীয় দায় নিজের ঘাড়েই নিতেন।

গম্ভীরের কোচিংয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। কিন্তু লাল বলের ফরম্যাটে গম্ভীরের কোচিং রেকর্ড রীতিমতো শোচনীয়। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা পেতে হয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের মাটিতে মাত্র চারটি টেস্ট হেরেছিল ভারত। গম্ভীর জমানায় মাত্র এক বছরেই সেই রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে।

ক্ষুব্ধ শাস্ত্রী বলছেন, গুয়াহাটি টেস্টে একটা সময় ভারতের রান ছিল ১ উইকেটে ১০০। সেখান থেকে ৭ উইকেটে ১৩০ রান! এটা কীভাবে হয়? এই দলটা মোটেই এত খারাপ নয়। অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। সবথেকে বড় কথা, এরা ছোটবেলা থেকে স্পিন খেলে বড় হয়েছে। তাই ক্রিকেটারদের দায়িত্ব তো নিতেই হবে।

এর পরেই গম্ভীরকে তোপ দেগে শাস্ত্রী বলেন, আমি মোটেই গম্ভীরের হয়ে সাফাই দিচ্ছি না। লাল বলে ব্যর্থতার ১০০ শতাংশ দায় ওর। আমি কোচ থাকাকালীন যদি এই বিপর্যয় হত, তাহলে যাবতীয় দায় নিজের কাঁধেই নিতাম। এরপর অবশ্য ড্রেসিংরুমে গিয়ে কাউকে ছেড়ে কথা বলতাম না। কিন্তু প্রকাশ্যে সবার আগে এগিয়ে এসে ব্যর্থতার দায় গ্রহণ করতাম। গম্ভীর অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হারের পর ব্যর্থতার দায় চাপিয়েছিলেন গোটা দলের উপর। শাস্ত্রীর স্পষ্ট কথা, দলের ব্যর্থতার দায় কোচ কখনও এড়িয়ে যেতে পারেন না।

এদিকে, প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকা জাক কালিস আবার গম্ভীরের অলরাউন্ডার নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। কালিসের বক্তব্য, ক্রিকেটের যে কোনও ফরম্যাটেই অলরাউন্ডারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাতে দলের গভীরতা বাড়ে। আমি তাই গম্ভীরের নীতিকে ১০০ শতাংশ সমর্থন করি।